রাঁচি, শনিবার
25:03:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>162 >>10 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬২ >> << ১০ই, চৈত্র ১৪২৯>>

১৫ বছর ধরে পলাতক আসামি ধরা খেলেন ট্যাটুতে

মুম্বাই ঃ বাড়ি ভাঙচুর ও চুরির মামলায় ১৫ বছর ধরে এক আসামি পলাতক। পুলিশের কাছে আসামির প্রমাণ বলতে ছিল শুধু তাঁর হাতে থাকা ট্যাটু ও কাগজে দেওয়া স্বাক্ষর। ১৫ বছর পর ট্যাটু দেখেই ৬৩ বছর বয়সী ওই আসামিকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভারতের মুম্বাই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া আসামির নাম আরমুগাম পল্লস্বামী দেবেন্দ্র মুদালিয়ার। মামলার ঘটনার সময় তিনি মধ্য মুম্বাইয়ের অ্যান্টপ হিলে থাকতেন। আর এবার দক্ষিণ মুম্বাইয়ের ফোর্ট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভুয়া পরিচয়ে তিনি একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন। মুদালিয়ারের বিরুদ্ধে মুম্বাই ও গুজরাটে পাঁচটির বেশি মামলা আছে। তবে ২০০৮ সালে রফি আহমেদ কিদওয়াই (আরএকে) মার্গ থানায় নথিভুক্ত একটি বাড়ি ভাঙচুর ও চুরির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, মুদালিয়ারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ কারণে স্থানীয় একটি আদালত তাঁকে পলাতক ঘোষণা করেন। আরএকে মার্গ পুলিশ মুদালিয়ারকে গ্রেপ্তারে আবারও অভিযান পরিচালনা করে। তাঁর খোঁজে মুম্বাইয়ের কল্যাণ, ভানদুপ ও মাহিম এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসব এলাকায় মুদালিয়ার আগে থাকতেন। এসব এলাকা থেকে তথ্য পাওয়া যায়, মুদালিয়ার বেঁচে নেই। কিন্তু পরে পুলিশের কাছে তথ্য আসে, তিনি তামিলনাড়ুতে পালিয়ে গেছেন।

বাজার দর

SENSEX : 57925.28 -289.31
NIFTY : 17076.90 -75.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.48 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর অসমের এইমস চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করার সম্ভাবনা ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঃ ৮৪ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ

গুয়াহাটি ঃ অসমবাসীর জন্য সুখবর। এবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (এইমস) এ চিকিৎসা করানোর জন্য দিল্লি যাওয়ার প্রয়োজেনীয়তা নেই। অসমেই এইমস এর চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাবে রাজ্যবাসী। আগামী ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী চাংসারিতে বর্তমান নির্মীয়মান এইমস চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান চিকিৎসালয়ের নির্মাণ কাজ ৮৪ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক ভাবে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ৮২ শতাংশ। প্রসঙ্গত অসমের বিহু নৃত্যকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তথা গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কায়েম করার লক্ষ্য নিয়ে আগামী ১৪ এপ্রিল গুয়াহাটি মহানগরের সরুসজাই স্টেডিয়ামে এক অনুষ্ঠানে আযোজনের করেছে রাজ্য সরকার। সেই অনুষ্ঠানে ১০ হাজারের অধিক বিহু নর্তকী এবং ঢোল বাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এই বিহু নৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসমে আসবেন। সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী চাংসারিতে বর্তমান নির্মীয়মান এইমস চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করানোর পরিকল্পনা করেছে অসম সরকার। ফলে সেই দিন প্রধানমন্ত্রীকে এই এইমস চিকিৎসালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার কামরূপ জেলার চাংসারিতে নির্মীয়মান এইমস চিকিৎসালয় ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত এই চিকিৎসালয়ের পরিকাঠামো সহ আনুষাঙ্গিক কাজকর্ম পরিদর্শন করে নির্মাণ কার্যের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসালয়ের মূল ভবনের চিকিৎসা কক্ষের সঙ্গে রাস্তাঘাটের নির্মাণ কার্য এবং চারদিকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর এক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ওপিডি, প্রেক্ষাগৃহ, চিকিৎসক নার্সের আবাস গৃহ, ছাত্রছাত্রী নিবাস, আয়ুষ, অগ্নি নির্বাপক, আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন বিভাগের নির্মাণ কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বর্তমান যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়নি সেটা তৎপরতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈঠকে এইমস গুয়াহাটির কার্যবাহী সঞ্চালক ডাক্তার অশোক পুরাণিক প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণকার্যের অগ্রগতি, মানব সম্পদ, উপলব্ধ হওয়া চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের আক্রোশ মূলক এবং দমন মূলক নীতির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা

প্রায় তিন শতাধিক দলীয় নেতা কর্মীর প্রতিবাদী কার্যসূচি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপর হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। বিশেষ করে নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিত্য প্রতিদিন বিভিন্ন আন্দোলন কার্যসূচী পালন করছে রাজনৈতিক দলটি। যেকোনো অজুহাতে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার নেবার প্রচেষ্টায় সমানভাবে তৎপর রয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের আক্রোশ মুলক এবং দমন মূলক নীতির অভিযোগে এনে সংহতি যাত্রা মিছিল আযোজন করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। আযোজন করা প্রতিবাদী মিছিলে প্রায় তিন শতাধিক দলীয় নেতা কর্মী অংশগ্রহণ করেছেন।

ভারত জোড়ো যাত্রা, হাতে হাত জোড়ো যাত্রার পর এবার সংহতি যাত্রা। এই ধরনের প্রতিবাদী কার্যসূচির মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কংগ্রেস আসন্ন লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নিজেদের জমি শক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিতভাবে বিরোধীপক্ষের এই রাজনৈতিক দলটি নানা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে চলেছে। এরই অংশ হিসেবে এবার সংহতি যাত্রার আযোজন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তবে এর পিছনে কারণ হিসাবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের আক্রোশ মুলক এবং দমন মূলক নীতি দেখানো হয়েছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র মেহেদী আলম বরা বলেন দেশের গণতান্ত্রিক চরিত্র সুরক্ষিত করার স্বার্থে এবং সংবিধানের স্বতন্ত্র সংস্থাগুলোর নিজস্বতা রক্ষার জন্য ধারাবাহিক এবং নিরবিচ্ছন্নভাবে সকল স্থিতি গ্রহণ করে আসছেন দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী। কিন্তু বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা আক্রোশ মূলক তথা দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে তাছাড়া রাহুল গান্ধীর সমর্থন জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ তা থেকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাজিব ভবন থেকে দিশপুর পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের সংহতি যাত্রা শুরু করার কার্যসূচি থাকলেও সেটাতে পুলিশ বাধা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখপাত্র মেহেদী আলম বরা বলেন এই যাত্রায় অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় ৩০০ জ্যৈষ্ঠ নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নেতাকর্মীরা ব্যাপক প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। অসম পুলিশের একটি বৃহৎ দল রাজিব ভবনের গেটে কংগ্রেসের সংহতি যাত্রায় বাধা দেওয়ার ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী সংহতি যাত্রায় অংশগ্রহণ করা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এদিনের প্রতিবাদী কার্যসূচিতে প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি দ্বিজেন শর্মা, বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ, বিধায়ক আব্দুর রহিম আহমেদ, প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি নিপেন্দ্র ঠাকুরিয়া, নবজ্যোতি তালুকদার, উপসভানেত্রী বালিকা লাহন পেগু, ববিতা শর্মা, জেনিফা হোসেন, রুপা দেউরি, সাধারণ সম্পাদক বিপুল গগৈ, রাজেশ কুমার যোশি, নাসির খান, আনোয়ার আহমেদ, স্বপন কুমার মন্ডল, অরুণ তেওয়ারি, মুখপাত্র কুশল কুমার শর্মা, গোপাল শর্মা সহ অসম প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের সভাপতি দ্বীপ বায়ন, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী সহ কংগ্রেসের বহু শীর্ষস্থরের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এক দিনের জন্য ভাড়া নেওয়া যাবে সঙ্গী

বেইজিং ঃ যাঁরা একা থাকেন আবার স্থায়ী কোনো সম্পর্কে জড়াতে চান না, তাঁদের জন্য সঙ্গীর ব্যবস্থা করে দেবে চীনা একটি অনলাইন পোর্টাল। এই পোর্টাল থেকে এক দিনের জন্য সঙ্গী ভাড়া নেওয়া যাবে। সময় কাটানো যাবে তাঁর সঙ্গে। চীনা অনলাইন পোর্টাল ৮৯ওয়াইএন ডটকম থেকে এক হাজার ইউয়ান (চীনা মুদ্রা) বা ১৪৫ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এক দিনের জন্য সঙ্গী ভাড়া নেওয়া যাবে।

চীনা ভাষার সংবাদমাধ্যম চাও নিউজের একজন সাংবাদিক নিজের পরিচয় গোপন রেখে অনলাইন পোর্টালটিতে নিজ নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। পরে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে একজন প্রেমিকা ভাড়া চান তিনি। দ্রুতই ওই পোর্টালের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে উইচ্যাটে যোগাযোগ করেন মুমু নামের এক নারী (ছদ্মনাম)। মুমু জানান, তিনি ওই সাংবাদিকের এক দিনের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। মুমু আরও জানান, তাঁর বয়স ২৯ বছর। চীনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছেন। পড়াশোনা শেষে ভালো একটি চাকরিও করছেন। ভালো বেতনও পান। অবসর সময়ে কিংবা ছুটির দিনে এই অনলাইন পোর্টাল থেকে একাকী মানুষদের সঙ্গী হিসেবে ভাড়ায় কাজ করেন। এতে তাঁর বাড়তি উপার্জন হয়। মুমুর দৈনিক এক হাজার ইউয়ানের বিনিময়ে কাজ করেন। তাঁকে আগাম দিতে হয় ৫০০ ইউয়ান। আর ভাড়া নেওয়া সঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণ করতে চাইলে আরও ৩৫০ ইউয়ান দিতে হবে। যদি কেউ প্রথমে ছবি দেখে সঙ্গী ঠিক করতে চান, তাহলে তাঁকে ২০ ইউয়ান দিতে হবে। মুমু ওই সাংবাদিককে জানান, নববর্ষ, মে দিবসের মতো ছুটির দিনে কিংবা উৎসবের সময়ে বুকিং দিতে হয়। বাড়তি অর্থও গুনতে হয়। তখন দিনপ্রতি ২ হাজার ৫০০ ইউয়ান বা ৩৬০ ডলার নেন মুমু। মুমু বলেন, প্রতি ১ হাজার ইউয়ান আয় করলে তাঁর কমিশন থাকে ২০০ ইউয়ান। এভাবে এক বছরে ১০ হাজার ইউয়ান পর্যন্ত কমিশন পান তিনি। মুমু ওই সাংবাদিককে বলেন, তাঁকে যাঁরা ভাড়া নেন, তাঁদের বেশির ভাগই অবিবাহিত পুরুষ। তাঁদের অনেকেই মুমুকে প্রেমিকা হিসেবে অভিভাবকদের সঙ্গে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। হাতে হাত রেখে হাটেন। কেউবা বিয়ের পোশাক পরিয়ে ছবি তোলেন। কেউবা তাঁর সঙ্গে সাজানো বিয়ের আসরেও বসেন।

বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে 'হিন্দু শের' আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের প্রতিক্রিয়া এর সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই ভয় করে বলে কংগ্রেসের মন্তব্য, বাবাকে পাগল আখ্যা এআইইউডিএফ এর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুরোধ রক্ষা করে অসম সফরে এসেছিলেন বাঘেশ্বর ধামের বাবা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শুক্লা। তবে গুয়াহাটি মহানগরে এসে হনুমানের ভক্ত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী বাগেশ্বর ধাম মহারাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে 'হিন্দু শের' বলে মন্তব্য করার পর এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল এবং এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে সারা দেশজুড়ে সরব ভূমিকা পালন করা তথা নিজের চমৎকার এবং ভক্তদের মনের কথা জানতে পেরে চমক সৃষ্টি করা বাগেশ্বর ধাম মহারাজ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী রাজ্য সফরে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুরোধ রক্ষা করে বুধবার গুয়াহাটি মহানগরে এসে কামাখ্যা মন্দির দর্শন করেছেন তিনি। হনুমানের ভক্ত ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী বাগেশ্বর ধাম মহারাজ অসমে শীঘ্রই দরবার আযোজন করবেন বলেও জানিয়েছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে হিন্দু শের বলে আখ্যা দিয়ে ভারত সর্বদাই হিন্দু রাষ্ট্র ছিল, এক্ষেত্রে শুধু ঘোষণা করাই বাকি রয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বাগেশ্বর ধাম মহারাজ । বাবা বাগেশ্বর ধাম মহারাজ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল এবং এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী ঠিক কথাই বলেছেন। কারণ বাঘকে যেমন সবাই ভয় করে ঠিক একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও সকলে ভয় করে থাকেন। হিন্দু মুসলমান বলে কথা নেই প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে বাঘের মত ভয় করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল বলেন নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সময়ে বিজেপি এভাবে ধর্মীয় গুরুদের ডেকে এনে সাম্প্রতিক পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা করছে। ভোটের রাজনীতির স্বার্থে ভবিষ্যতে এইভাবে আরো ধর্মগুরু বিজেপি অসমে ডেকে আনবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন মানুষ। কিন্তু এখানে মানুষকে জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। একজন পাগল ব্যক্তি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন। অর্থাৎ মহারাজ ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী একজন পাগল বলে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদি সরকার দেশের ১৩০ কোটি মানুষের অর্থ ধন শুধুমাত্র ৬-৭ জন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে নীরব মোদী, রাহুল চক্সি, বিজয় মালিয়া প্রমুখ দেশ থেকে পলাতক ব্যবসায়ীদের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। একইভাবে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী বাগেশ্বর ধাম মহারাজের হিন্দু রাষ্ট্রের মন্তব্যের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম। এদিকে কংগ্রেসের বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল এবং এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। তিনি বলেন এই ধরনের মন্তব্য করা ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী অসমে আশ্রম শুরু করতে চাইলে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জমি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি।

দাবি 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আয়োজন করার কথা থাকলেও সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল

উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা হুমকির প্রতিরোধে এবং সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের দাবিতে আগামী ২৬ মার্চ গুয়াহাটি মহানগরে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের উপজাতিদের মূল ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরা গত রীতিনীতি গুলোকে সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত করার দাবি জানিয়েছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। মূলত উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা নানা হুমকির প্রতিরোধের দাবিতে এবং সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের দাবিতে আগামী ২৬ মার্চ সকাল ১০ টা থেকে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া ময়দানে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানালেন জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং।

মহানগরের আমবাড়ি স্থিত গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে বৃহস্পিবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের নেতা বিনোদ কুম্ভাং বলেন, ধর্মান্তর আমাদের দেশের জ্বলন্ত সমস্যা এবং এই ধর্মান্তরের প্রথম স্বীকার হচ্ছেন উপজাতি দরিদ্র ব্যক্তিরা। মূলত উপজাতিদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তর করিয়ে তাদের উপজাতীয় ভাষা ধর্ম এবং সংস্কৃতির অস্তিত্বে ভয়ংকর হুমকি নিয়ে এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

তার স্পষ্ট মন্তব্য, ধর্মের পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিবর্তন। ধর্মসংস্কৃতি বিহীন একটি জাতি কখনোই সম্পূর্ণ জাতি হিসেবে চিহ্নিত অথবা পরিগণিত হতে পারে না। ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি প্রথম নতুন ধর্মীয় পরম্পরাগত রীতি নিয়ম গুলো গ্রহণ করে আগের উপজাতীয় পরম্পরাগত নীতির নিয়ম গুলো অর্থাৎ বিবাহ মৃত্যুর সময় করা সৎকার কাজ কর্ম ইত্যাদি সংস্কার পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সবকিছু ত্যাগ করে দিচ্ছেন। এইভাবে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে অতি শীঘ্র অসমের উপজাতি বড়ো, তিয়া, কার্বি, ডিমাসা, গারো, রাভা, মিসিং ইত্যাদি উপজাতিদের মূল ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরাগত নীতি নিয়ম হারিয়ে শুধুমাত্র পোশাকি বড়ো, তিয়া, কার্বি, ডিমাসা, গারো, রাভা, মিসিং ইত্যাদি হয়ে থাকবেন বলে উল্লেখ করেছেন জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং।

জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের এই নেতা বলেন, নিজস্ব ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি পরম্পরাগত রীতি নিয়ম একটি জাতির পরিচয়ের মূল উপাদান। ধর্মের পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিবর্তন। ধর্ম হারালে সংস্কৃতিও হারায়। ধর্ম সংস্কৃতি ছাড়া একটি জাতি হতে পারে না। ধর্ম পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও পরিবর্তন হয়। একটি জাতির নিজস্ব ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি এবং পরম্পরা থেকে পৃথক করা যায় না। নিজস্ব ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি পরম্পদের রীতিনীতি ত্যাগ করলে সেই জাতির অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়। ধর্মান্তরন উপজাতিদের জন্য একটি মরণ ফাঁদ। ধর্মান্তরিত উপজাতিরা দুটা সংরক্ষণের অর্থাৎ ডাবল বেনিফিট এসটি এবং মাইনরিটির সুবিধা নেওয়াটি অসংবিধানিক এবং অনৈতিক। উপজাতিদের স্ট্যাটাস সংবিধানে শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হয়নি। অন্যান্য মূল ভিত্তিগুলো হল সংস্কৃতি পরম্পরা বিচার প্রথা এবং জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সময় করা পূজা পার্বণ সৎকার করার পদ্ধতি ইত্যাদি। ধর্মান্তর ভার সঙ্গে সঙ্গেই এই পদ্ধতি গুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া সংখ্যালঘু সংরক্ষণ ধর্মের ভিত্তিতে হয় বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং বলেন তফসিলি উপজাতিদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং পরম্পরাগত রীতি নীতি গুলোর সাংবিধানিক ভাবে সুরক্ষিত করে উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা হুমকির প্রতিরোধে এবং সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধনের দাবিতে আগামী ২৬ মার্চ সকাল ১০ টা থেকে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া ময়দানে 'চলো দিশপুর' এক বিশাল উপজাতীয় গণ সমাবেশের আযোজন করা হয়েছে। সেই গণ সমাবেশে প্রত্যেক জেলা থেকে এক লক্ষাধিক উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিরা নিজেদের পরম্পরাগত সাজপোশাক পরিধান করে অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংবিধানের ধারা ৩৪২ র ২দফা সংশোধন আনার দাবিতে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হবে বলে তিনি জানান। তফসিলি উপজাতি ব্যাক্তিদের এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার স্বার্থে করা এই সংগ্রাম সফল করার জন্য রাজ্যের প্রত্যেক জাতিজনগোষ্ঠী এবং সংবাদ মাধ্যমকে পূর্ণ সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অনুরোধ জানিয়েছেন জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের সহআব্বায়ক তথা কার্যকরী সভাপতি বিনোদ কুম্ভাং।

প্রসঙ্গত উপজাতিদের অস্তিত্বে আসা হুমকির প্রতিরোধের দাবিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরে 'চলো দিশপুর' গণ সমাবেশের আয়োজন করার কথা থাকলেও সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মূলত সেদিন চাহিদা অনুসারে বাহনের অভাব দেখা দেওয়ার ফলে অবশেষে এই অনুষ্ঠান ১২ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ২৬ মার্চ আযোজনের দিন নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

बजट रेया: मूड़ बिंदु

कृषि

- झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना रे 4.5 लाख ए.ते पुरे: किसान को ₹1,727 करोड़ रेया: ऋण माफी
- सुखाड़ राहत योजना लागिड 13 लाखकिसान कोवा: खाता रे ₹461 करोड़ रेया: राशि हस्तांतरित जाना ओन्डो: सारे:या कन को टेंगा को एमो:वा
- 5 एकड़ेते कोम क्षेत्र रेया बांदा रेया: लोसोड आतोमे लागिड ओन्डो: डीप बोरिंग लागिड ₹500 करोड़
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना रे लाखों किसान को जुड़ी ने ऐना लागिड ₹300 करोड़ रेया बजट मेना:
- गिरिडीह ओन्डो: जमशेदपुर रे नामा डेयरी प्लांट ओन्डो: रांची रे दूध उत्पाद प्लांट स्थापित होबाना
- लाखों दूध उत्पादक को ना:एते ₹3 प्रति लीटर रेया: दर ते प्रोत्साहन राशि को नामेया
- मिलेट उत्पादन रेया: प्रोत्साहन लागिड झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन रेया: शुरुवात होबाना

ग्रामीण विकास

- बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन पायेते 1 लाख किसान कोवा: निजी ओते रे सिंचाई कूप रेया: निर्माण होबाना
- पी एम आवास - ग्रामीण इलाका रे ओवा: बई लागिड ₹3,542 करोड़ रेया: प्रस्ताव होबाकाना

ग्रामीण कार्य

- पी एम ग्राम सड़क अंतर्गत 3,100 किमी होरा ओन्डो: 143 पुल बाई तेया: योजना मेना:
- सी एम ग्राम सड़क अंतर्गत साबिन स्वास्थय उपकेंद्र, बाजार-हाट , पंचायत कार्यालय, मिडिल-हाई स्कूल, पोस्ट-ऑफिस, बैंक को पक्का होरा लो:ते जोड़ावे तेया योजना
- पापारी होरा को बाईउरे लागिड होरा रेया: सतह नवीकरण ओन्डो: विशेष मरम्मति रेया: योजना शुरु होबाना

स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा

- 80 उत्कृष्ट स्कूल ओन्डो: 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल को लो: ते 4,091 ग्राम पंचायत स्तर रे आदर्श स्कूल रेया: पनाइटी होबान तना
- नेतरहाट स्कूल लेका चाईबासा, दुमका ओन्डो: बोकारो रे आवासीय विद्यालय रेया: निर्माण होबाना
- गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ओन्डो: एकलव्य प्रशिक्षण योजना पायेते करीब 37,000 छात्र -छात्रा को लाभ एमा को तेया: लक्ष्य मेना:

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग

- मुख्यमंत्री सारथी योजना पायेते 14,0000 सेपेड-हापानुम को कौशल प्रशिक्षण को नामेया। प्रशिक्षण तायोम ते रोजगार का नामो: रे 6 महीने लागिड सेपेड को ₹1,000 ओन्डो: हापानुम ओन्डो: दिव्यांग को ₹1,500 प्रति महीने को नामेया

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण

- वित्तीय वर्ष 2022-23 रे प्री मेट्रिक छात्रवृति तहत 22 लाख ऐते पुरे: पटुवा को ₹462 करोड़ ऐते पुरे: को भुगतान याना
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (ब्म्ळच) पायेते 5,600 युवा को ना: जोन्ग लाभ को नामा कडा। 2023-24 रे योजना पायेते 2 लाख युवा को लाभ एमा को तेया: लक्ष्य मेना:
- साबिन छात्रावास रे छात्र -छात्रा को नि:शुल्क जोमा:-मांडी ओन्डो: हॉस्टल रे रसोईया ओन्डो: एमन कर्मी को टाइने
- हॉस्टल रे मॉडल लाइब्रेरी रेया स्थापना रेया: लक्ष्य मेना:
- जनजातीय संस्कृति ओन्डो: कला केंद्र रे पारम्परिक वाद्ययंत्र रेया: आपूर्ति रेया: प्रस्ताव मेना:
- मानकी, मुंडा, डाकुआ एमन को न्यायिक, प्रशासनिक ओन्डो: वित्तीय पनाइटी लागिड दोपहिया वाहन एमा को तेया: प्रस्ताव मेना:

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

- बेकारो ओन्डो: रांची रे मेडिकल कॉलेज रेया: स्थापना होबाना
- पलामू, चाईबासा ओन्डो: दुमका रे मनोचिकित्सा केंद्र रेया: स्थापना प्रस्तावित मेना:
- मोबाइल ग्राम क्लिनिक रेया: सञ्चालन ओन्डो: प्रबंधन
- नामा नर्सिंग ओन्डो: फार्मेसी कॉलेज रेया: स्थापना होबाना

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

- सर्वजन पेंशन योजना लागिड ₹2,131 करोड़ प्रस्तावित मेना:
- महिला ओन्डो: किशोरी कल्याण योजना रेया: शुरुवात होबाना
- 800 नामा आंगनवाड़ी भवन रेया: निर्माण होबाना

जल संसाधन

- पटमदा ओन्डो: पलामू रे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित मेना:। दुमका रे मसलिया-रानेश्वर ओन्डो: देवघर-जामताड़ा रे सिकटिया रे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना रेया: पनाइटी होबान तना

पथ निर्माण

- रांची रे सिरमटोली चैक ऐते राजेंद्र चैक जोका फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर ओन्डो: विकास विद्यालय ऐते नामकुम जोका फोरलेन रेया: पनाइटी होबान तना
- मेन होरा को बाड़ओतेया: मेना:
  1. साहेबगंज-बरहेट-जामताड़ा-दुमका-गोविंदपुर
  2. कोडरमा-जमुआ-गिरिडीह-टुंडी-गोविन्दपुर (SH-13)
  3. सतसंग-भिरखीबाद

ऊर्जा

- 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली योजना रे 18 लाख उपभोक्ता को लाभ को नामे ताना। ववित्तीय वर्ष 2023-24 रे योजना लागिड ₹2,300 करोड़ रेया: बजट मेना:

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य

- खेलकूद को बढ़ाओ लागिड ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर ओन्डो: सिद्धो-कान्हू युवा क्लब रेया: स्थापना होबाना

नगर विकास एवं आवास

- रामगढ़ ओन्डो: सिमडेगा शहरी जलापूर्ति ओन्डो: 45 बाँदा को रेया: जीर्णोदार होबाना
- झुमरीतिलैया ओन्डो: मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना ओन्डो: रांची इंटेक वर्क्स रेया: निर्माण होबाना
- JHARKHAND MUNICIPAL DEVELOPMENT PROJECET (JMDP) रे लोहरदगा, गुमला ओन्डो: कपाली नगर निकाय रे शहरी जलापूर्ति योजना रेया: पनाइटी आयोबो: लागिडकोरे कमी एयहोबोआ

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

- लघु वन उत्पाद कोवा: प्रसंस्करण इकाई कोवा: प्रोत्साहन
- बुरु बितर मेना: हातु को, ओकोन रे ना: जोका पक्का होरा का सेटेरा काना, एन साबिन हातु को पक्का होरा लो: जोड़ावे तेया: लक्ष्य

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

টেকনাফে এক অপহৃত উদ্ধার হতেই আরেকজন অপহৃত

ঢাকা ঃ টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নে অপহরণের শিকার হওয়া একজন 'মুক্তিপণের বিনিময়ে' ছাড়া পেয়েছেন। তবে একই সময়ে আরেকজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোহাম্মদ আলী জানান, অপহরণের চার দিন পর তিন লাখ টাকা 'মুক্তিপণের বিনিময়ে' মোহাম্মদ ছৈয়দকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

তবে ছৈয়দকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাস্থলের আশপাশের এলাকা থেকে একই সময়ে রহমত উল্লাহ নামের আরও একজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে।

রহমত উল্লাহ (৩৮) হ্নীলা ইউনিয়নের দমদমিয়া ন্যাচারাল পার্ক এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকাল ১০টার দিকে হ্নীলা ইউনিয়নের জাদিমোরা জুম্মাপাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ ছৈয়দ পাহাড়ি এলাকায় ক্ষেতে কাজ করার সময় অপহরণের শিকার হন। বাংলাদেশে আসা পুরাতন রোহিঙ্গা মোহাম্মদ ছৈয়দকে মুখোশ পরা একদল দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে নিয়ে যায়।

ইউপি সদস্য আলী বলেন, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ইউনিয়নের দমদমিয়া ন্যাচারাল পার্ক এলাকায় দুর্বৃত্তরা মোহাম্মদ ছৈয়দকে ছেড়ে দেয়। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির স্ত্রী হাসিনা বেগমের বরাতে তিনি বলেন, সোমবার বিকালে দিকে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা অপহৃত ব্যক্তির স্ত্রীর মুঠোফোনে কল দিয়ে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেন। অন্যথায় মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। পরে অপহৃত রোহিঙ্গার পরিবারটি বিষয়টি গোপন রেখে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে।

মোহাম্মদ আলী জানান, রাতে মোহাম্মদ ছৈয়দকে ছেড়ে দেওয়া ঘটনাস্থলের সামান্য দূরের এলাকায় একই সময়ে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় যুবক রহমত উল্লাহকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গহীন পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায়। তবে রহমত উল্লাহর অপহরণের প্রকৃত কারণ নিশ্চিত নন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, রাত ১১টা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। এমনকি কোনো ধরনের মুক্তিপণ দাবির খবরও পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে টেকনাফ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. নাসির উদ্দিন মজুমদার বিডিনিউজকে বলেন, মোহাম্মদ ছৈয়দ অপহরণ হওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকে তাকে উদ্ধারে পুলিশ অভিযান শুরু করে। এতে পুলিশের একাধিক দলের পাশাপাশি র‍্যাব সদস্যরা অভিযান চালায়। এ নিয়ে চাপের মুখে পড়ে দুর্বৃত্তরা অপহৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে ভুক্তভোগীর স্বজনদের মুক্তিপণ দেওয়ার বিষয়টি অবহিত নন জানিয়ে তিনি বলেন, পুলিশের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও ভুক্তভোগীর স্বজনরা পুলিশকে তথ্য দিয়ে যথাযথ সহায়তা করেননি। মুক্তিপণের বিষয় নিয়ে পরিবারটি পুলিশকে কোনো কিছু অবহিত করেননি। এদিকে রহমত উল্লাহকে অপহরণের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোনো ধরনের অভিযোগ আসেনি বলে জানান পরিদর্শক নাছির উদ্দিন।

গ্যাস লিকেজ 'বোমার মত' বিপজ্জনক, নিরাপদ থাকার উপায় কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে রান্নাবান্নার জন্য গ্যাসের ব্যবহার বহুদিন ধরেই প্রচলিত। কিন্তু এই নিত্য প্রয়োজনীয় গ্যাস এখন বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় পরপর দুইটি ভবনে বিস্ফোরণের পর বাসাবাড়িতে গ্যাস জমে থাকার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে মনে করছেন, লাইনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে অসচেতনতা ও অব্যবস্থাপনার কারণেই গ্যাস জমে বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো ঘটেছে। এর ফলে, বাসাবাড়িতে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন অনেকেই। বিশ্লেষকরা মনে করছেন গ্যাসের উৎস চিহ্নিত করে নিয়মিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গ্যাস জমছে কীভাবে, এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই বা কী? বাসাবাড়িতে নিয়মিত ব্যবহার করা গ্যাসগুলোর মধ্যে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি, যা অনেকের কাছে সিলিন্ডার গ্যাস হিসেবেও পরিচিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপ বা এলপিজির সিলিন্ডারে ছিদ্র বা 'লিকেজ' হয়ে গ্যাস জমতে পারে। একই সঙ্গে বাসাবাড়িতে ব্যবহার করা রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার থেকে গ্যাস রিলিজ হবার সম্ভাবনা থাকে। বাসাবাড়িতে গ্যাস জমে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এমন আরেকটি উৎস পয়নিষ্কাশন লাইন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বলেন, গবাদি পশুর বর্জ্য দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করাসহ যেমন এর বহুমাত্রিক ব্যবহার আছে, তেমনি মানুষের বর্জ্যে সেপটিক ট্যাংকে গ্যাস জমা হবার সুযোগ আছে। ইউটিলিটি লাইন ও অব্যবহৃত পাইপলাইনেও গ্যাস জমে থাকতে পারে। অনেক সময় গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পরও বদ্ধ পাইপলাইন ভবনে থেকে গেলে, তাতে গ্যাস জমে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যত ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে আবদ্ধ জায়গায় গ্যাস জমে থাকা। এছাড়াও পারফিউমসহ প্রসাধনী সামগ্রীতেও রাসায়নিক থাকে, যাতে গ্যাস জমা হবার সুযোগ থাকে। তবে বাসাবাড়িতে থাকা এসব প্রসাধনীর পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় তা খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন ড. হোসেন।

গন্ধ ও শব্দ, এই দুই পদ্ধতিতে খুব সহজেই কোথাও গ্যাস লিকেজ হচ্ছে কি না বা জমছে কি না, তা বোঝা যায় বলে জানান ড. হোসেন। বাসায় রান্না করার জন্য ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ও এলপিজি এই দুই ধরনের গ্যাসের মধ্যেই পরিকল্পিতভাবে একটি বিশেষ কেমিক্যাল উপাদান যুক্ত করা হয়, যার কাজ হচ্ছে গন্ধ ছড়ানো,'' তিনি বলেন। যেহেতু গ্যাসের কোন রঙ নেই আর তা চোখে দেখা যায় না, তাই কোন কারণে যদি পাইপলাইন বা সিলিন্ডার ছিদ্র হয়ে গ্যাস ছড়াতে থাকে, তা সহজেই বুঝতে পারার উদ্দেশ্যে এই উপাদানটি মিশিয়ে দেয়া হয়। দুর্গন্ধযুক্ত এই উপাদানের গন্ধ ছড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এছাড়া গ্যাস লিকেজ হলে 'হিসহিস' শব্দ শোনা যায়। এর মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় যে লাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাসাবাড়িতে গ্যাসের লিকেজ হবার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান রান্নাঘর। আর তাই কোনভাবেই রান্নাঘরের জানালা, বিশেষ করে রাতের বেলা বন্ধ করে রাখা যাবে না। জানালা পুরোপুরি খোলা রাখা না গেলেও আংশিক খুলে রাখতে হবে যেন গ্যাস ভেতরে জমতে না পারে। কোন কারণে গ্যাস লিকেজ হতেই পারে। কিন্তু সেটি যদি বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে সমস্যা নেই। সমস্যা হয় যখন গ্যাস বের হতে পারে না, বলেন ড. হোসেন। নির্দিষ্ট স্থানে জমে থাকা গ্যাস যখন বের হতে পারে না তখন গ্যাস ও অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়া হতে থাকে। বিক্রিয়ার সঙ্গে স্ফুলিঙ্গ যুক্ত হয়ে উচ্চ তাপ, উচ্চ চাপ ও উচ্চ গতিবেগের কারণে বিস্ফোরণ হয়, বলেন ড. হোসেন। ইলেকট্রিক সুইচ অন অফের সময় যে অনেক সময় ছোট স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়, তা থেকেও বিস্ফোরণ হতে পারে। এছাড়া সকালে রান্নাঘরে গিয়ে কখনোই সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই বা বৈদ্যুতিক সুইচ দেয়া উচিৎ না। কোনভাবে গ্যাস জমে থাকলে এতে করে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উন্নত বিশ্বে জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জন্য আলাদা ইউটিলিটি ডিপার্টমেঃট থাকে, যারা সেবা দেয়ার পাশাপাশি ভোক্তাদের এগুলো ব্যবহারের মৌলিক কিছু টিপস ও প্রশিক্ষণও দেয়। কিন্তু বাংলাদেশে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই বলে জানান ড. হোসেন। '' তারপরও জনসাধারণ যেটুকু জানেন, তাও তারা মানতে চান না,'' তিনি বলেন। ''একটি বোমার সঙ্গে বসবাস করা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি গ্যাস লিকেজ নিয়ে থাকা সমানভাবে ঝুঁকিপূর্ণ,'' বলেন তিনি। তাই লিকেজ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার দায়িত্বশীল আচরণ, জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা গেলে দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব বলে ড. হোসেন মনে করেন।

গ্যাস থেকে বাসাবাড়ির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চারটি সুনির্দিষ্ট দিকে খেয়াল রাখার সুপারিশ করেন ড. হোসেনঃ গ্যাস ও ইলেকট্রিক লাইন এবং ফিটিংসের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বাসায় যে গ্যাস লাইন, ইলেকট্রিক লাইন, সিলিন্ডার, ফ্রিজ, এসি ইলেকট্রিক সার্কিট, ট্যাংক আছে, এগুলোতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে দ্রুত ঠিক করতে হবে। বিদ্যুতের তার, সুইচ, লাইন, চুলা গুণগত মানসম্পন্ন হতে হবে, নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে। লিকেজ হচ্ছে বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে মেইন লাইন বন্ধ করে দিতে হবে ও সেই জায়গা থেকে সরে যেতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।জনসাধারণের নাগরিক দায়িত্ব পালন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ৯৯ শতাংশ কমে যাবে বলে মনে করেন এই বিশ্লেষক।

গরুপাচারকাণ্ডে নাম জড়ালো সিউড়ির আইসির

কলকাতা ঃ গরুপাচারকাণ্ডে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এবার ডাক পড়ছে একাধিক প্রশাসনিক কর্তার।

কিছুদিন আগেই প্রশ্ন উঠেছিল, মামলা লড়ার জন্য কোথা থেকে বিপুল টাকা পাচ্ছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। দেশের প্রথম সারির একাধিক আইনজীবী তার হয়ে লড়ছেন। এক একদিনে যারা লাখ লাখ টাকা নেন। এবার সেই বিষয়েই বীরভূমের সিউড়ির আইসিকে ডেকে পাঠালো ইডি। ইডি সূত্র জানাচ্ছে, অনুব্রতের মামলার খরচ ইনস্পেক্টর ইন চার্জ মহম্মদ আলি চালাচ্ছিলেন। তিনি অনুব্রতের ঘনিষ্ঠ এবং গরুপাচারকাণ্ডেও তার যোগ ছিল। শনিবার মহম্মদ আলিকে ব্যাংকের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে দিল্লিতে ইডির দপ্তরে দেখা করতে বলা হয়েছে। তবে তিনি শনিবার দেখা করবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বস্তুত, এর আগেই আসানসোলের বিশেষ সংশোধনাগারের সুপারিন্টেডেন্ট কৃপাময় নন্দীকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। আগামী ৫ এপ্রিল তাকে দিল্লি যেতে বলা হয়েছে। অভিযোগ, জেলে অনুব্রত এবং তার দেহরক্ষী সেহেগলকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তাদের ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। ইডি সূত্র জানিয়েছে, জেলের নথি এবং ব্যাংকের নথি নিয়ে তাকে ইডির দপ্তরে যেতে বলা হয়েছে। জেলে অনুব্রতের সঙ্গে কারা দেখা করতে আসতেন, তা খতিয়ে দেখবে ইডি।

ইডির সূত্র জানাচ্ছে, গত কয়েকমাসে গরুপাচারকাণ্ডের মামলাটির অনেক অগ্রগতি হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একের পর এক সূত্র স্পষ্ট হয়েছে। এবং সেই মোতাবেক একের পর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বস্তুত, অনুব্রত মণ্ডলের মেয়েকেও এই মামলায় একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। তিনি শরীর খারাপের কারণ দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়েছেন। তাকে ফের ডাকা হতে পারে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে সম্প্রতি ইডি অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করেছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও অয়ন যুক্ত বলে ইডির সূত্র জানিয়েছে। এবং অয়নের সঙ্গে অনুব্রতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে অনুব্রত নিয়োগ দুর্নীতিতেও যুক্ত হতে পারেন বলে ইডির একটি সূত্র মনে করছে। তবে প্রকাশ্যে এবিষয়ে ইডি এখনই কোনো মন্তব্য করতে চাইছে না।

জলের নিচেও চলে এমন পারমাণবিক ড্রোনের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

কলকাতা ঃ পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম একটি ড্রোনের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। অবাক করা বিষয় হলো উত্তর কোরিয়ার এই যান জলের নিচেও অনায়াসে চলতে পারে। ধ্বংস করতে পারে শত্রুপক্ষের নৌযান ও বন্দর। দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম কেসিএনএ এই তথ্য জানিয়েছে।

আজ শুক্রবার কেসিএনএ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ নেতা কিম জং-উনের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে একটি সামরিক মহড়া চালায় উত্তর কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। এ সময় নতুন অস্ত্রব্যবস্থা মোতায়েন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এই মহড়ায় পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম ড্রোনটিও পরীক্ষা করা হয়।

প্রতিবেদনে কেসিএনএ জানিয়েছে, পারমাণবিক হামলা চালাতে ও পানির নিচে চলতে সক্ষম এই ড্রোন যেকোনো উপকূল কিংবা বন্দরে মোতায়েন করা যেতে পারে।

গত মঙ্গলবার উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ হামগিয়ং প্রদেশের উপকূলে ড্রোনটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয়। মহড়া চলার সময় ড্রোনটি গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পানির নিচে ৫৯ ঘণ্টা ১২ মিনিট অবস্থান করেছে। এ সময় ড্রোনটি পানির ২৬০ থেকে ৪৯০ ফুট গভীরে চলাচল করেছে।

তবে ড্রোনটির পারমাণবিক সক্ষমতার বিষয়ে প্রতিবেদনে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কেসিএনএ।

দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদমাধ্যম ইওনহাপ জানিয়েছে, পারমাণবিক ড্রোনটির পরীক্ষা চালানোর জন্য হংওন উপসাগরে একটি কৃত্রিম লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। শত্রুপক্ষের বন্দরের আদলে বানানো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে ড্রোনটি।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া। 'ফ্রিডম শিল্ড ২৩' নামে মহড়াটি ১৩ মার্চ শুরু হয়, শেষ হয় গতকাল। এই মহড়া নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া। মহড়া চলাকালে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে দেশটি। এর মধ্যে আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর উত্তর কোরিয়া নিজেকে একটি 'পারমাণবিক শক্তিধর দেশ' হিসেবে ঘোষণা করে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন চলতি মাসে তাঁর দেশের সামরিক বাহিনীকে একটি 'প্রকৃত যুদ্ধের' প্রস্তুতির জন্য মহড়া জোরদারের নির্দেশ দেন।

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ও সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করবে নির্বাচন কমিশন

ঢাকা ঃ আসন্ন সিটি করপোরেশের নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা। তবে আগামী সাধারণ নির্বাচনে এসব ব্যবহারের বিষয়ে তারা নিশ্চিত নন। জাতীয় নির্বাচনের আগে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বরিশাল, গাজীপুর, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ২২ মার্চ নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে রাশেদা সুলতানা এ মন্তব্য করেন। সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহারের বিষয়ে তিনি বলেন, এ বছর অনুষ্ঠিতব্য পাঁচ সিটি নির্বাচনে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করব। তিনি বলেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করে ভোটগ্রহণ করা হবে। জাতীয় নির্বাচনে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে তা বলতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে আমাদের ইতিবাচক মানসিকতা রয়েছে। করপোরেশনের পাঁচ বছরের মেয়াদের শেষ ১৮০ দিনের মধ্যে সিটি করপোরেশনের নির্বাচন করতে ইসি আইনত বাধ্য। ইসিকে ১১ মার্চ থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ১৩ এপ্রিল থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে খুলনা সিটি করপোরেশন ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ১৪ মে থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং ৬ মে এবং ৫ নভেম্বরের মধ্যে সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন করতে হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা তালুকদার আব্দুল খালেক ২০১৮ সালের ১৫ মে খুলনা সিটির এবং একই বছরের ২৬ জুন জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুর সিটির মেয়র নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ নেতা এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ও সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ এবং বিএনপি নেতা আরিফুল হক চৌধুরী যথাক্রমে রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনটি নির্বাচনই ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

সংসদপদও হারালেন রাহুল গান্ধী

দু রাতের আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়ার পর রাহুল গান্ধীকে সাংসদপদ হারাতে হলো। সাংসদপদ হারালেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার সুরাতের আদালত তাকে দুই বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেয়ার পর শুক্রবার লোকসভা সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো, রাহুল গান্ধী আর সংসদ নন। আইনানুযায়ী, কোনো আদালত দুই বছর বা তার বেশিদিনের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলে সাংসদবিধায়কের পদ খরিজ হয়ে যায়। সেই জনপ্রতিনিধি আইন অনুসারেই রাহুল তার সাংসদ পদ হারালেন। এবার রাহুলের কেন্দ্র কেরালার ওয়ানাড়ে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন। রাহুল সেখানেও এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। আইনজ্ঞরা জানিয়েছেন, উচ্চ আদালত যদি সুরাত আদালতের এই নির্দেশ খারিজ করে দেয়, তাহলে একমাত্র রাহুল গান্ধী আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ফলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাহুল আদৌ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকে গেল। রাহুল ভোটের আগে জনসভায় বলেছিলেন, শুধু মোদীদের বিরুদ্ধেই কেন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তারপর গুজরাটের বিজেপি নেতা রাহুলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। সেই মামলায় রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে সুরাতের আদালত। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, ''এটা পুরোপুরি সরকারের প্রতিহিংসামূলক কাজ। রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রায় অসাধারণ সাড়া পেয়েছিলেন দেখে ভয় পেয়ে সরকার এই কাজ করলো।'' প্রবীণ সংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং বলেছেন, ''রাহুল গান্ধীকে সংসদে আদানি নিয়ে বলতেই দিল না বিজেপি। এবার তো সাংসদপদ নিয়ে নিলো। কিন্তু জনতার কাছে যাওয়া তো রুখতে পারবেন না মোদী-শাহ। কংগ্রেসের সব নেতা-কর্মী জনতার দরবারে যাবে।'' রাহুল গান্ধী এদিন লোকসভায় গিয়েছিলেন। তবে বিরোধী ও বিজেপি সাংসদদের হইচইয়ের ফলে তা সকালে বেশিক্ষণ চলেনি। রাহুল তারপর বেরিয়ে যান। তবে ততক্ষণে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের ডাকা বিরোধী নেতা ও সাংসদদের বৈঠক হয়ে গেছে। সেখানে সোনিয়া গান্ধীও ছিলেন। ছিলেন বিরোধী দলের নেতা ও সাংসদরা। সেখানে ঠিক হয়, রাহুলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিবাদে ও আদানি নিয়ে সংসদে আদানি নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদ ভবনের বাইরে রাজীব চক থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত মিছিল করবেন বিরোধী সাংসদরা। রাজীব চক থেকে মিছিল শুরু হলো। সামনে বিশাল ব্যানার ধরে আছেন কংগ্রেসের সাংসদরা। তাতে লেখা 'সেভ ডেমোক্রেসি'। তার পিছনে হাঁটছেন তৃণমূলসহ ১৪টা বিরোধী দলের সাংসদরা। তবে তারা রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত যেতে পারেননি। মাঝপথেই পুলিশ তাদের আটকে দেয়। এর পাশাপাশি ১৪টা বিরোধী দলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে একটা আবেদন জানিয়েছে। এই দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, বাম দলগুলি, ডিএমকে, এনসিপির মতো দল আছে। আবেদনে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআই ও ইডিকে দিয়ে শুধুমাত্র বিরোধী দলের নেতাদের টার্গেট করছে। আর কেউ বিজেপিতে যোগ দিলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল করা হচ্ছে বা মামলা ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ ও আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির অনুরোধ মেনে দুই সপ্তাহের মধ্যে মামলার লিস্টিং করতে রাজি হয়েছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। সিংভি জানিয়েছেন, তারা দাবি করেছেন, বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করার আগে ও পরের নীতিনির্দেশিকা দিক সুপ্রিম কোর্ট।

বৈষম্যহীন ডিজাইন ছড়িয়ে দিতে চান তুর্কি তরুণী

তুর্কি বংশোদ্ভূত এক মার্কিন ডিজাইনার সব রকম মানুষের জন্য পোশাক তৈরি করে চলেছেন। বৈষম্যহীন এক মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তবে তুরস্কে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কিছু বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

তুর্কি বংশোদ্ভূত মার্কিন ডিজাইনার এডা ইয়োরুলমাসোলু ইস্তানবুল শহরের কুইয়ার বা বিপরীতকামী মানুষদের জন্য তাঁর নতুন কালেকশন তুলে ধরছেন। ড্র্যাগ কুইন, পোল ডান্সার ও ডিজেদের এক শোতে স্বপ্নময় পোশাক দেখা গেছে। এডা বলেন, ''আমার আদর্শ জগতে কোনো ধর্ম, ত্বকের রং, লিঙ্গ, শরীরের নিখুঁত গঠন নেই। আপনার পাঁচটা হাত থাকলেও চলবে। নিতম্বে দশটা চোখ থাকলেও অসাধারণ! কেমন দেখতে বা কোথা থেকে এসেছে, তার ভিত্তিতে কাউকে বিচার করা হোক, আমি সেটা চাই না।''

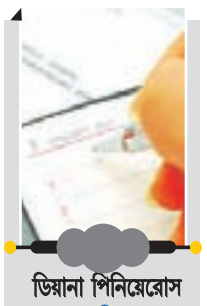

ডিয়ানা পিনিয়েরোস
প্রাবন্ধিক

এডা কাকতালীয়ভাবে ড্র্যাগ কুইনদের জগতে পা রেখেছিলেন। তাঁর জন্ম অ্যামেরিকায়, সেখানেই বড় হয়েছেন। ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে উচ্চশিক্ষার সময়ে তিনি শিকাগো শহরে ড্র্যাগ কুইনদের জন্য পোশাক তৈরির আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। সেই কাজে সাফল্য দেখিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এডা বলেন, ড্র্যাগ কুইনদের বহুমুখী প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে। তারা নখ, মেকআপ, চুল,

ফ্যাশন, পারফরমেন্স - সব বিষয়ে পারদর্শী। আমার সঙ্গে তারা বাধাহীনভাবে কাজ করেন বলে আমিও তাদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসি। তাদের পরণে আমার তৈরি পোশাক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।''

ইস্তানবুলে নিজের স্টুডিওতে 'এডা বার্থিং' ছদ্মনামে পরিচিত এই ডিজাইনার আজকের ফ্যাশন শোর কাজে মেতে উঠেছেন। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি ইস্তানবুলে আটকে পড়েছিলেন। তখনই তিনি পাকাপাকিভাবে তুরস্কে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এডা ইয়োরুলমাসোলু বলেন, ''আমার মধ্যে পরিবর্তনের তাগিদ জন্মেছিল। সারা জীবন শিকাগোয় কাটিয়েছি, নিউ ইয়র্ক বা লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যাবার কথা ভাবি নি। শুরু থেকেই জানতাম, শিকাগোর পর ইস্তানবুলই সেরা জায়গা। প্রতিটা দিনই এক অ্যাডভেঞ্চারের মতো। একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। আমার সেটা ভালোই লাগে।''

এডা শুধু অন্যদের জন্য পোশাক তৈরি করেন না, তথাকথিত 'মাদার ক্রিচার' হিসেবে তিনি মঞ্চে নিজের শোতেও উপস্থিত থাকেন। এখনো পর্যন্ত তিনি দুইশোরও বেশি কস্টিউম ও ক্রিচার সৃষ্টি করেছেন। তবে ইস্তানবুল শহরে তাঁর সৃজনশীলতায় রাশ টানতে হয়, অতীতে যার প্রয়োজন হয় নি। এডা বলেন, ''কিছু চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে আমার কখনো তুরস্কে নিজেকে সীমাবদ্ধ মনে হয়। অ্যামেরিকায় থাকতে আমি আরও স্বাধীনভাবে কোনো ক্রিচার হিসেবে বা নিজের তৈরি পোশাক পরে বের হতে পারতাম। আর এখানে কখনো নিরাপত্তা বা স্বস্তির অভাব বোধ করি। সেই সীমা ভাঙার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছি বটে, তবে তার জন্য হয়তো আরো সময় লাগবে।''

এডার নতুন কালেকশন দর্শকদের মধ্যে বিপুল সাড়া তুলেছে। এডা ইয়োরুলমাসোলু বলেন, ''ভবিষ্যতে তুরস্কে বিপরীতকামী কমিউনিটির পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস। কখনো এগোচ্ছে, কখনো পেছোচ্ছে বলে এখনই সেটা বলা কঠিন। তবে উন্নতির আশা আঁকড়ে ধরা আমার জন্য জরুরি। সবকিছু আরো ভালো হবে এবং আমরা যতটা সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।''

এডা ইয়োরুলমাসোলুর সৃষ্টিকর্ম সবাইকে শামিল করে এক অসাধারণ জগত সৃষ্টি করে চলেছে।

বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপের কথা বললেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলে বিচার বিভাগের 'সংস্কার'কে কেন্দ্র করে প্রতিবাদবিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বিভাজন দূর করার অঙ্গীকার করেছেন। বিরোধীরা গোটা প্রক্রিয়া মুলতুবি রাখার দাবি জানাচ্ছে।

ইসরায়েলের সরকার বিচার বিভাগের 'সংস্কার'এর নামে গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এমন অভিযোগে গোটা দেশে প্রতিবাদবিক্ষোভ আরো তীব্র হচ্ছে। তাদের দাবি, বাস্তবে রাজনীতিকদের হাতে আদালতের তুলনায় বেশি ক্ষমতা তুলে দিতে নেতানিয়াহু এমন বিতর্কিত পদক্ষেপ নিচ্ছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য তদন্ত ও শাস্তি এড়াতে এমন হাতিয়ার দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছেন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই সংসদে বিতর্কিত একটি আইন অনুমোদিত হয়েছে, যার আওতায় কোনো প্রধানমন্ত্রীকে পদের অযোগ্য ঘোষণা করতে শর্তগুলি আরও কঠিন করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের শীর্ষ নেতা ইয়াইর লাপিদ সেই পদক্ষেপকে নেতানিয়াহুকে রক্ষার 'ব্যক্তিগত আইন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নেতানিয়াহুর লিকুদ দলের মধ্যে 'দায়িত্বশীল' ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তেল আভিভ শহরের বাইরে বিক্ষোভকারীরা হাইওয়ে অবরোধ করায় পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছে। ইসরায়েলের অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অনেকে দেশে স্বৈরতন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। জেরুসালেমে নেতানিয়াহুর বাসভবনের সামনেও প্রতিবাদ দেখা গেছে। দেশে-বিদেশে প্রবল চাপের মুখে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আপোশের ইঙ্গিত দিয়েছেন। জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশন ভাষণে তিনি সংস্কারের পদক্ষেপ চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করলেও সেই প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধীদের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্রে পৌঁছানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, সংস্কারের বিরোধীরা মোটেই দেশদ্রোহী, পক্ষপাতদুষ্ট বা ফ্যাসিস্ট নয়। জনগণের মধ্যে শান্তি ফেরাতে ও বিভাজন মেটাতে নেতানিয়াহু সব রকম পদক্ষেপ নেবার আশ্বাস দেন।

ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যেও নেতানিয়াহু সরকারের বিতর্কিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ছে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হ্যারৎসগ আপোশ প্রস্তাব পেশ করলেও সরকার সেটি অগ্রাহ্য করেছে। এবার খোদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইওয়াভ গালাংট বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপের স্বার্থে আইনি প্রক্রিয়া মুলতুবি রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশেষ করে রিজার্ভ বাহিনীর সদস্যরা এই সরকারের নির্দেশ অমান্য করার হুমকি দেওয়ায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছেন তিনি। নেতানিয়াহু তাঁকে তলব করায় তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ বাতিল করেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী নিজেই টেলিভিশনে ভাষণ দেন।

ইসরায়েলের বিরোধী নেতারা তথাকথিত সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়ে জোট সরকারের সঙ্গে দরকষাকষির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁরা গোটা প্রক্রিয়া মুলতুবি রাখার দাবি জানিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের বর্তমান অস্থিরতা মেটাতে আপোশের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। রোববার নেতানিয়াহুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় তিনি গণতন্ত্রের সব শাখার উপর প্রকৃত 'চেক্স অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও নেতানিয়াহুর উদ্দেশ্যে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্টের আপোশ প্রস্তাব বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মাক্রোঁ অনড়, ফ্রান্স জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, আগুন

পেনশনের বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্তে অনড় মাক্রোঁ। প্রতিবাদে ফ্রান্স জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, রাস্তা অবরোধ।

বৃহস্পতিবার ফ্রান্স জুড়ে ধর্মঘট পালন করেছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি। অধিকাংশ বড় বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্যারিসসহ বেশ কিছু শহরে প্রতিবাদ সহিংস হয়ে ওঠে। প্যারিসে পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রতিবাদকারীরা পাথর ছোড়ে। পুলিশও লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। বোর্দোতে বিক্ষোভকারীরা সিটি হলের প্রবেশপথে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে ঐতিহাসিক হেরিটেজ ভবনের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। বেশ কিছু শহরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে, জল কামান ব্যবহার করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৪৯ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ১৭৯ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যেও অনেকে আহত হয়েছেন। এক নারীর আঙুল কাটা গেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, অতিবামপন্থিরা এই সহিংসতার পিছনে ছিল। তারা সরকারকে ফেলতে চাইছে। পুলিশকে মারতে চাইছে। নৈরাজ্যবাদীরা এই বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই নিয়ে নয় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। জানুয়ারি মাস থেকে তারা সপ্তাহান্তে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ইউনিয়নের নেতা মার্টিনেজ জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নামছে। ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পাঁচজনের মধ্যে একজন শিক্ষক কাজে যোগ দেননি। বিক্ষোভকারীরা রেল স্টেশন ও বিমানবন্দরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

মাক্রোঁ পার্লামেন্টে বলেছেন, পেনশন সংস্কার জরুরি এবং দেশের স্বার্থে তা করা হচ্ছে।

ইউরোপের অনেক দেশেই অবসরের বয়স ৬৫। ওই দেশগুলি আবার অবসরের বয়স আরো বাড়াতে চাইছে। ফ্রান্স এখন অবসরের বয়স ৬২ থেকে ৬৪ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে কর্মীরা।

সাময়িকী

পুটিন গ্রেপ্তার হলে যুদ্ধ লেগে যাবে

এ কটি ভিডিওবার্তায় এমন কথাই বলেছেন রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেডভেড। সম্প্রতি পুটিনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক আদালত।

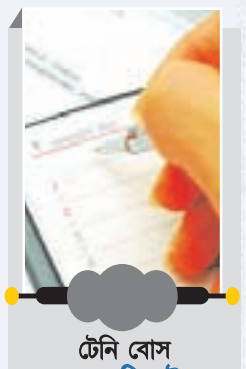

টেনি বোস
কলামিস্ট

ইউক্রেনে পুটিনের সেনা যুদ্ধাপরাধ করেছে, এই অভিযোগ জানিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি আদালত সেই মামলার রায় ঘোষণা করেছে। যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধাপরাধ ঘটানোর দায়ে পুটিনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার টেলিগ্রামে এই বার্তা দিয়েছেন দিমিত্রি। দিমিত্রি বলেছেন, পৃথিবীর কোনো দেশে রাশিয়ার

প্রধান গেলে তাকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে রাশিয়া পুরোদস্তর যুদ্ধ ঘোষণা করবে। বস্তুত, উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ধরা যাক পুটিন জার্মানি গেলেন এবং সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার সমস্ত মিসাইল বার্লিনের পার্লামেন্ট লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে। বার্লিন ধ্বংস করে দেয়া হবে।

হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে এই রায় ঘোষণা হওয়ার পরে এই প্রথম রাশিয়ার কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবিষয়ে মুখ খুললেন। দিমিত্রি জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক আদালতের প্রসিকিউটর করিম খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। যেভাবে পুটিনের শাস্তি ঘোষণা হয়েছে, তা ভুল বলে তাদের দাবি। কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। এভাবে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা যায় না। খান ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেছেন বলে রাশিয়ার দাবি। এবং সেকারণেই তার বিরুদ্ধে রাশিয়ার কোর্টে মামলা শুরু হয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৬টি দেশ পুটিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া সমর্থন করেছে। কিন্তু হাঙ্গেরি জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই রায় মানছে না। পুটিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া পছন্দ করছে না। পুটিন হাঙ্গেরি গেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে না বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক জানিয়েছেন, জার্মানি আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে খুশি।

জানা অজানা

এশিয়া কাপ পাকিস্তানে, ভারত খেলবে অন্য দেশে?

এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হতে পারে, তবে ভারত খেলবে তৃতীয় কোনো দেশে। জানাচ্ছে ক্রিকইনফোর রিপোর্ট।

ভারত আগেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যাবে না। ২০১৩র পর থেকে ভারত বা পাকিস্তানে দুই দেশের ক্রিকেট ম্যাচ হয়নি। সীমান্তে উত্তেজনা, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্ন, জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগের প্রভাব পড়েছে খেলার মাঠে। অবশ্য তৃতীয় দেশে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলেছে দুই দেশ। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। ক্রিকইনফোর রিপোর্ট বলছে, এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হতে পারে। তবে ভারত তার সব ম্যাচ খেলবে তৃতীয় কোনো দেশে। এর মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ম্যাচও আছে। যদি ভারত ফাইনালে ওঠে, তাহলে সেই ম্যাচও পাকিস্তানে হবে না, হবে ওই তৃতীয় দেশে। রিপোর্ট বলছে, আমিরাত, ওমান, শ্রীলঙ্কা বা যুক্তরাজ্যে ভারতের ম্যাচ হতে পারে। ভারতে ৫০ ওভারের একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপ হবে। সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা। এশিয়া কাপও ৫০ ওভারের খেলা। মোট ছয়টি দেশ এই কাপে খেলে। পাকিস্তানও হুমকি দিয়েছিল, তাদের দেশ থেকে এশিয়া কাপ সরিয়ে নিলে তারা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। গত অক্টোবরে বিসিসিআইয়ের সম্পাদক জয় শাহ বলেছিলেন, ভারতীয় দল পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে যাবে না। কিন্তু তৃতীয় কোনো দেশে গিয়ে তাদের খেলতে আপত্তি নেই। রিপোর্ট বলছে, এখন ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড দ্রুত এই বিষয়ে সমজোতায় আসতে চাইছে।

পাঠকের চিঠি

সমাজের অগণিত অসহায় ভবঘুরে, মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভিক্ষুক মানুষের স্বাস্থ্যসুরক্ষার্থে তাদের জন্য টিকাদানের ব্যবস্থা একান্ত জরুরি

অতিমারি করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০২১-এর জানুয়ারি মাস থেকে সমগ্র দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে গণটিকাকরণ অভিযান। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের মতো প্রথম সারির 'কোভিড যোদ্ধা', এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সমাজের সর্বস্তরীয় সাধারণ মানুষ প্রতিষেধক নিয়েছেন এবং বর্তমানেও নিচ্ছেন। সমস্ত রাজ্যে মূলত বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জোরকদমে চলছে এই টিকাদানের প্রক্রিয়া। কিন্তু, এ সবের মধ্যেও চিন্তা হয় সেই সকল মানুষজনের জন্য, যাঁরা ভবঘুরে, নিরাশ্রয় ও মানসিক ভারসাম্যহীন। দিবারাত্রি যাঁদের দেখা মেলে পথেঘাটে, হাটেবাজারে, ফুটপাতে কিংবা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষার থালা হাতে। রোদ, ঝড়, বৃষ্টিসহ যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে সারা বছর যাঁদের রাত কাটে রাস্তার ধারের গাছতলায় অথবা উন্মুক্ত আকাশের নীচেই। এঁরাও তো অন্যদের মতোই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। তাই, করোনার করাল গ্রাস থেকে ওঁরাও কোনও ভাবে মুক্তি পাবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আত্মসুরক্ষার্থে স্বাস্থ্যবিধি মান্য করা তো দূর, করোনাভাইরাস আসলে যে কী, আর এর সংক্রমণের ফলেই বা কী ঘটতে পারে, তাও এ ধরনের মানুষের কাছে আজও অজানা বিষয়। এই অজ্ঞতার কারণে যে কোনও মুহূর্তে সংক্রমিত হয়ে বিনা চিকিৎসায় তাঁদের প্রাণহানি ঘটার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায়। কারণ, ওঁরা তো চিকিৎসা পরিষেবা বা প্রতিষেধক গ্রহণের জন্য সমাজের আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতো স্বেচ্ছায় হাসপাতালে যেতে পারেন না। তাই, এহেন পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় তথা সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, দেশের এই লক্ষ লক্ষ অসহায় ভিক্ষুক, মানসিক স্থিতিহীন মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে এঁদের জন্য পৃথকভাবে টিকাদান ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

তন্ময় মান্না, বৃন্দাবনপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আবারও ৮০ রানের নিচে অলআউট, লজ্জার রেকর্ড শ্রীলঙ্কার

অকল্যান্ড ঃ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিতে এই ম্যাচ জয়ের বিকল্প ছিল না। সেটি তো হলোই না, উল্টো ২০ ওভারের মধ্যে এক শর নিচে অলআউট হয়ে লজ্জার ভাগীদার হয়েছে শ্রীলঙ্কা। আজ অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের ২৭৪ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৭৬ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। হেরেছে ১৯৮ রানের বড় ব্যবধানে। দাসুন শানাকার দল এর আগে ওয়ানডেতে ভারতের কাছে অলআউট হয়েছিল ৭৩ রানে। ওয়ানডে ইতিহাসে টানা দুই ম্যাচে এক শর নিচে গুটিয়ে যাওয়ার এটি দ্বিতীয় ঘটনা। রানসংখ্যার দিক থেকেও সর্বনিম্ন। ২০১৩ সালে আফগানিস্তানের কাছে টানা দুই ওয়ানডেতে ৮৯ ও ৯৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল কেনিয়া।

শ্রীলঙ্কার জন্য এই ম্যাচ ছিল বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার। এ বছরের শেষ দিকে ভারতে হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা পাবে আরেকটি দলই।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের সব কটিতে জিতলে সেটি শ্রীলঙ্কাই হতো। তবে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা খেল শানাকার দল।

পৌনে তিন শ রান তাড়ায় শ্রীলঙ্কার ইনিংসে কেউ ২০ রানও করতে পারেননি। সর্বোচ্চ ১৮ রান আসে দুই বছর পর ওয়ানডে খেলতে নামা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের ব্যাট থেকে। এর বাইরে দুই অঙ্কের ঘরে রান করতে পেরেছেন আর দুজন চামিকা করুনারত্নে (১১), লাহিরু কুমারা (১০)।

শ্রীলঙ্কাকে ১৯.৫ ওভারে ৭৬ রানে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় মূল ভূমিকা হেনরি শিপলের। ক্যারিয়ারের চতুর্থ ওয়ানডে খেলতে নামা এই ডানহাতি পেসার ৩১ রানে নেন ৫ উইকেট। ২টি করে উইকেট ব্লেয়ার টিকনার ও ড্যারিল মিচেলের।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ড ৪৯.৩ ওভার ব্যাট করে ২৭৪ রান তোলে। অধিনায়ক টম ল্যাথাম বাদে কিউই ব্যাটিং লাইনআপের সবাই দুই অঙ্কের রান পেয়েছেন। তবে ইনিংস লম্বা করতে পারেননি কেউই। সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন ওপেনার ফিন অ্যালেন। ৪৯ বল খেলা ইনিংসটিতে ছিল ৫টি চার ও ২টি ছয়।

অন্যদের মধ্যে অভিষিক্ত রাচিন রবিন্দ্র ৫২ বলে ৪৯, ড্যারিল মিচেল ৫৮ বলে ৪৭, গ্লেন ফিলিপস ৪২ বলে ৩৯ রান করেন। এই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের হয়ে অভিষেক হয় দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব১৯ দলের সাবেক অধিনায়ক চ্যাড বোয়েজের। ওপেনিংয়ে নেমে ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান ১৫ বলে ১৪ রান করেন।

শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে ৪৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন চামিকা করুনারত্নে। ২২ ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এটি তাঁর সেরা বোলিং। তবে ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ের দিনটি শেষ হয়েছে হতাশায়, রেকর্ড রানে গুটিয়ে বড় ব্যবধানের হারে।

অ্যাথলেটিক্সে নারীদের দলে থাকবে না ট্রান্সরা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ এমনই ঘোষণা দিয়েছে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক কাউন্সিল। দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ওয়ার্ল্ড অ্যথলেটিক কাউন্সিল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, অ্যাথলেটিক্সে নারীদের কোনো ইভেন্টে ট্রান্সজেন্ডার নারীরা অংশ নিতে পারবেন না। বস্তুত, অ্যাথলেটিক্স এবং সাঁতারে এই নিয়ে এর আগে তীব্র বিতর্ক হয়েছে। ট্রান্সরা নারীদের দলে অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছেন, এমন অভিযোগ উঠেছিল। বহু আলোচনার পর অ্যাথলেটিক কাউন্সিল ট্রান্সদের নারীদের দল থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাউন্সিল জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অলিম্পিক কমিটি এবং একাধিক ট্রান্সজেন্ডার সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আপাতত ট্রান্সদের নারীদের দল থেকে বাদ দিলেও এ নিয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তার জন্য একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। যারা এবিষয়ে গবেষণা করবে এবং আরো নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করবে। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো ট্রান্সজেন্ডার অ্যাথলেটিক নেই। কিন্তু সাঁতারে আছেন। ট্রান্সজেন্ডারদের নারীদের দলে আদৌ রাখা ঠিক কি না, সাধারণ নারীর থেকে তারা শারীরিকভাবে শক্তিশালী কি না, এই প্রশ্নগুলি বার বার সামনে এসেছে। একাধিকবার ট্রান্সদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অন্য নারী অ্যাথলিটরা। ফলে বিষয়টি আলোচনার মধ্যেই ছিল। এবার সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ট্রান্সজেন্ডার সংগঠন এখনো এবিষয়ে কথা বলেনি। তবে এনিয়ে নিজেদের অভিমত তারা আগেই জানিয়েছিল। তারা মনে করে, ট্রান্সজেন্ডারদের নারীদের দলেই সুযোগ পাওয়া উচিত। এখন দেখার, অ্যাথলেটিক কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের পর তারা কী অবস্থান নেয়!

ব্যাটসম্যানের মন খারাপ হবে ভেবে উদ্‌যাপন করেন না হাসান

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ হ্যারি টেক্টরের উইকেটের কথাই ধরুন, বাংলাদেশ সেটি পেয়েছে রিভিউ নিয়ে। মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে বল ট্র্যাকিংয়ে যখন টেক্টরের আউট নিশ্চিত হলো, 'টিম হাডল'-এর পেছনের দিকে থাকা ইবাদত হোসেন পেছন ঘুরে একটা লাফ দিলেন, হাত ঘুরিয়ে এনে করলেন উদ্‌যাপন। অথচ সে উদ্‌যাপনে মধ্যমণি হওয়ার কথা যে বোলার হাসান মাহমুদের, তিনিই যেন নিরুত্তাপ! আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ উইকেট পেয়েছেন হাসান, কিন্তু একবারও সেভাবে উদ্‌যাপন করলেন না। যেটুকু করলেন, করতে হয় বলেই যেন করা! - কেন উইকেট পেয়েও উদ্‌যাপন করেন না, এমন প্রশ্ন সংবাদ সম্মেলনে করা হয়েছিল তরুণ এ পেসারকে। শুরুতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'করি না, এটাই আরকি।' আবার একটু জোরাজুরির পর যে ব্যাখ্যা দিলেন, সেটি একটু অদ্ভুতই, 'ব্যাটসম্যানকে আউট করার পর উদ্‌যাপন করলে ওর মন খারাপ হবে আরও, এই ভেবেই করি না।' উদ্‌যাপন না করলেও বাংলাদেশের স্মরণীয় এক জয়ের নায়ক ২৩ বছর বয়সী এ পেসারই। শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নয়, স্বীকৃত ক্রিকেটেই প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট পেলেন তিনি। আয়ারল্যান্ডকে আজ হাসান গুঁড়িয়ে দেওয়ার মূল কাজটা করেছেন নতুন বলেই। এ ম্যাচে নতুন বলে এক প্রান্তে বাংলাদেশের দায়িত্ব সামলাবেন, সে বার্তাও পেয়েছিলেন আগেই। হাসান অনুশীলন করেছেন সে অনুযায়ীই, 'আসলে আগেই বলা হয়েছিল, শেষ ম্যাচে খেলব, নতুন বলে বোলিং করব। সেটিরই প্রস্তুতি নিয়েছি গত ২-৩ দিন ধরে। আসলে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে আলাদা মানসিকতা থাকে। কীভাবে শুরু করছি, এটি গুরুত্বপূর্ণ। চেষ্টা করি দুই সংস্করণেই ভালো একটা ফোকাস রাখার জন্য নতুন বলে, এরপর মাঝে, এরপর ডেথে। সব মিলিয়ে ভালো হচ্ছে আরকি।' এ জন্য পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন হাসান, 'নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন, ধারণা ভাগাভাগি করেন। কীভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকে থেকেছেন তিনি। কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। আর স্কিলের ব্যাপারে তো অসাধারণ।

মেসিদের ম্যাচ দেখতে অফিসে মিথ্যা বলায় চাকরি গেল তরুণীর

আর্জেন্টিনা ঃ প্রিয় দলের খেলা দেখতে ঝুঁকি নেন অনেকে। কর্মক্ষেত্রে মিথ্যা বলেন কিংবা অন্য জায়গায় অন্য যেকোনো অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ২১ বছর বয়সী হুইলেন বারবিয়েরিকেও সে দলে ফেলা যায়। কিন্তু যা করেছেন সেটি আর্জেন্টিনা দলের প্রতি ভালোবাসা থেকেই। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ উদ্‌যাপন বারবিয়েরি মিস করতে চাননি। তাই নিজ অফিসে অসুস্থতার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে কাল ছুটে গিয়েছিলেন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। পানামার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের জয় ভালোই উপভোগ করেছেন বারবিয়েরি। কিন্তু তারপর খেসারতও দিতে হয়েছে। চাকরিটা চলে গেছে।

ফ্রিকিক থেকে গোলের পর মেসির উদ্‌যাপন আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'ক্লারিন' জানিয়েছে, সান্তা ফে শহরের পৌরসভার অন্তর্গত ইভা পেরন হেলথ সেন্টারে কাজ করতেন হুইলেন বারবিয়েরি। অসুস্থতার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে ছুটি নিয়ে ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। ভুলটা করে ফেলেন সংবাদমাধ্যমে আবেগের আতিশয্যে সত্য কথাটা বলে। আর্জেন্টিনার আরেক সংবাদমাধ্যম 'টিওয়াইসি স্পোর্টস'-এর সঙ্গে কথা বলার সময় অসুস্থতার মিথ্যা অজুহাত দেখানোর কথা জানিয়ে দেন বারবিয়েরি। ব্যস, তারপরই চাকরি খতম। পানামার বিপক্ষে ম্যাচের দিন বারবিয়েরি অফিসে যাননি। কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ তাঁকে মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে টিওয়াইসি স্পোর্টস মুঠোফোনের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। সংবাদমাধ্যমটি এ অনুষ্ঠানে নানা ভক্তের সঙ্গে কথা বলে থাকে। এদিন জানতে চাওয়া হয়েছিল, (ম্যাচ দেখতে) কী ফেলে এসেছেন? হুইলেন বারবিয়েরি কোনো রাখঢাক না রেখেই স্প্যানিশ ভাষায় বলেন, 'লাবুরো।' বাংলায় এর অর্থ হলো 'কাজ'। সঞ্চালক বেশ অবাক হলেও বারবিয়েরি তখন থামার মতো অবস্থায় ছিলেন না। পরিণাম না ভেবে বলে যান, 'রোলিকে শুভেচ্ছা। তিনি আমার বস। হয়তো এখন আমাকে টিভিতে দেখছেন। একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট তিনি পেয়েছেন। কিন্তু আমি ভালো আছি। ডায়রিয়া হয়েছিল কিন্তু নিশ্চিত থাকুন এটা ঠিক হয়ে যাবে।' বারবিয়েরির বস রোলির পুরো নাম রোলি সান্তাক্রোচ্চে। তাঁর আরেকটি পরিচয়, তিনি সান্তা ফে শহরের মেয়র। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের সাক্ষাৎকারে বারবিয়েরির মধ্যে কোনো বিকার ছিল না। মুখে হাসি নিয়েই বলেছেন, 'জাদুবলে আমি বন্ধুদের নিয়ে মনুমেন্তালে উপস্থিত হতে পেরেছি। রোলি, শপথ করে বলছি, দ্বিগুণ কাজ করে দেব। শুধু আমাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া উপভোগ করতে দাও।'

ইউক্রেনে গোলাবারুদ সরবরাহ পরিকল্পনা অনুমোদন করবেন ইইউ নেতারা

ইউক্রেন ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা বৃহস্পতিবার রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইরত ইউক্রেনীয় বাহিনীকে গোলাবারুদ সরবরাহ ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনায় অনুমোদন দেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০০ কোটি ডলারের পরিকল্পনাটি এই সপ্তাহের শুরুতে ইইউ রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা অনুমোদন করেছেন। এই পরিকল্পনায় বিদ্যমান মজুত থেকে গোলাবারুদ পাঠানো এবং ইইউ দেশগুলোকে আরও গোলাবারুদের নতুন অর্ডার দেওয়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইউক্রেনের নেতারা পশ্চিমা মিত্রদের বলেছেন, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর আরও গোলাবারুদ, বিশেষ করে ১৫৫ মিলিমিটার শেলগুলোর জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে একটি মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এরপর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সঙ্গে ভিডিও কলে আলোচনা করার কথা রয়েছে। রাশিয়ার নতুন ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুটি শহরের অন্তত ৭ জন নিহত হয়েছেনইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ এই খবর জানানোর এক দিন পরে বৃহস্পতিবারের এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান জোসেফ বোরেল ইউক্রেনে চীনের খসড়া শান্তি পরিকল্পনার প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমর্থনের ওপর জোর দিয়ে বৃহস্পতিবার একটি টুইট করেন। রাশিয়ার হামলার পাশাপাশি এই সপ্তাহে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রতি পুতিনের আতিথেয়তার ওপরও তিনি আলোকপাত করেন। মঙ্গলবার পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে শি জিনপিংয়ের শান্তি পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। তবে এই শান্তি পরিকল্পনায় ইউক্রেন থেকে রুশ সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়নি। জেলেন্সকি দাবি করেছিলেন শান্তি আলোচনার আগে ইউক্রেন থেকে রুশ সেনাদেরকে প্রত্যাহার করতে হবে। ইউক্রেনের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্র চীনের শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ এর ফলে পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার আঞ্চলিক বিজয়ের সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে।

রমজানের প্রথম দিনে ইসরাইলি বাহিনীর পশ্চিম তীর অভিযান, ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে হত্যা

গাজা ঃ বৃহস্পতিবার ইসরাইলি বাহিনী অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর সময় একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা এ সংবাদ জানান। ক্রমবর্ধমান সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পাওয়া থেকে রোধ করার প্রচেষ্টার মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। ইসরাইলি সীমান্ত পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার ভোরে তাদের গোপন ইউনিট বেশি কয়েকটি গোলাগুলি হামলার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান চালায়। সীমান্ত পুলিশ জানিয়েছে, তিনি যে বাড়িতে ছিলেন ইউনিটটি সেটি ঘিরে ফেলে এবং ওই ব্যক্তি তাদের দিকে অস্ত্র তাক করলে তারা ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, তুলকারেম শহরে আমির আবু খাদিজেহকে (২৫) মাথায় গুলি করা হয়েছে। ইসরাইলের দখলদারিত্ব মোকাবিলা করার জন্য তুলকারেম ব্রিগেড নামে নতুন একটি দল বলেছে, আবু খাদিজেহ দলটির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তারা তার মৃত্যুকে হত্যা বলে অভিহিত করেছে।

বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন ।

আগের বছরগুলোতে রমজানে মাঝে মাঝে ইসরাইলি পুলিশ এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা গেছে। বিশেষ করে ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণের চারপাশে এই সংঘর্ষ দেখা দেয়। এটি ইহুদিদের কাছে টেম্পল মাউন্ট হিসেবে পরিচিত অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান । এই বছর রমজান ইহুদি ধর্মের পাসওভার এবং খ্রিস্টানদের ইস্টারের সাথে একই সময়ে পড়েছে।

রবিবার ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা শারম আল শেখের অবকাশ যাপন কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর এবং জর্ডানের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি বৈঠকে সহিংসতা হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা এবং পূর্ব জেরুজালেম নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য। সেই রাষ্ট্রের রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়।

রোল কল মিস করা সেই সেনা চীনে রয়েছে, নিশ্চিত করলো তাইওয়ান

কাওশিউং ঃ তাইওয়ানের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একজন সৈনিক কোন পরিস্থিতে নিখোঁজ হয়েছিল তার তদন্ত করছে। এই মাসের শুরুতে তার পোস্ট থেকে নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে চীন কর্তৃপক্ষ তাকে খুঁজে পাওয়ার খবর দিয়েছে।

তাইওয়ানের সেট নিউজ জানায়, ওই সৈনিকের নাম চেন জিয়াজুন (২৬) দ্বীপের তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত কিনমেন দ্বীপপুঞ্জের অংশ এরদান দ্বীপে অবস্থান করছিলেন। এরদান দ্বীপাংশটি চীনের বন্দর শহর জিয়ামেন থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই চৌকিটিকে চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম সারির প্রতিরক্ষা বলে মনে করা হয়। চীন স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানকে তাদের নিজস্ব অঞ্চল বলে মনে করে।

কিনমেন ডিফেন্স কমান্ডের রাজনৈতিক বিষয়ক পরিচালক মেজর জেনারেল ঝাং রংশুনের মতে, চেন ৯ মার্চ রোল কলের সময় উপস্থিত হননি এবং অনুসন্ধানের সময় তাকে পাওয়া যায়নি। যদিও বেইজিং এবং চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যম নীরব রয়েছে, গু ইয়ানমুচে নামে পরিচিত চীনের ইন্টারনেট সেলিব্রিটি টুইটারের মতো ওয়াইবোতে পোস্ট করেছেন, ভেতরের খবর হলো (তাইওয়ানের) জাতীয় সেনাবাহিনীর দলত্যাগী সৈন্য, যিনি সাঁতার কেটে চীনে এসেছেন, জিয়ামেনে একটি বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে বাড়ির দাম প্রতি বর্গমিটারে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার ইউয়ান। বাড়িটি তাকে বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। তাইওয়ানের বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ঘটনাটিকে বেইজিং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেমন, বেইজিং তাদের প্রতিপক্ষ বা লক্ষ্যবস্তু জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উপলব্ধি এবং আচরণকে প্রভাবিত করতে, ব্যাহত করতে বা হেরফের করার জন্য তথ্য এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপগুলোর ব্যবহার করতে পারে।

ইরানের অস্ত্র প্রকল্পে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিস্তারিত জানালো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত আজ মঙ্গলবার ইরানের অস্ত্র প্রকল্পে সহায়তার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি রপ্তানির অভিযোগে ইরান ও তুরস্কের কিছু নাগরিকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জানিয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৩ সালের মাঝে ইরানের আমানাল্লাহ পায়দার ও তুরস্কের মুরাত বুকেই জ্বালানি সেল পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুরস্কের মাধ্যমে পাঠিয়েছে এবং একইসঙ্গে তারা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের গবেষণা ও নির্মাণে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম জৈব চিহ্নিতকরণ যন্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়েছে। সোমবার বুকেইকে ২৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর আগে ২০২২ এর জুলাইতে তাকে স্পেন থেকে প্রত্যাবাসন করে যুক্তরাষ্ট্রের আনা হলে তিনি ডিসেম্বরে তার বিরুদ্ধে আনা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মেনে নেন। পায়দার এখনও পলাতক আছেন বলে জানিয়েছে বিচার বিভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ মঙ্গলবার জানিয়েছে, তারা বুকেই ও পায়দারকে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করেছে। মঙ্গলবার বিচার বিভাগ আরও জানায়, ইরানের আগশার মাহমুদী ও বাহরাম মাহমুদী মাহমুদ আলিলৌ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাহিন গোলশানি তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে হাইস্পিড ক্যামেরা জোগাড়ের চেষ্টা করে, যেটি পারমাণবিক ও ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় ব্যবহার হতে পারে। এছাড়াও তারা এফফাইভ যুদ্ধবিমানের নোজ ল্যান্ডিং গিয়ার অ্যাসেম্বলি ও ভূতাত্ত্বিক সেন্সর ব্যবস্থাও জোগাড়ের চেষ্টা করে। এই ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে মঙ্গলবার ঘোষণা আসে। বিচার বিভাগ জানায়, উল্লেখিত ৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক আছেন। যুক্তরাষ্টের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক ডেভিড সান্ডবার্গ এক বিবৃতিতে বলেন, মুরাত বুকেই ও আরও ৪ জনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ইরানে প্রযুক্তি ও পণ্য রপ্তানির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনার ফলে যেসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি আইন ও প্রযোজ্য বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের চেষ্টা চালায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় সংকল্পের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং যারা এসব আইন লঙ্ঘনের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হুমকি আনবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে জোরদার তদন্ত প্রক্রিয়া চালাবো। এই ষড়যন্ত্র বানচাল করতে ও অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সারাদেশের নির্বাচনের প্রভাব সুপ্রিম কোর্টেও পড়েছেঃ মোরশেদ

ঢাকা ঃ সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন হয়ে গেল। পুলিশ দিয়ে বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের বের করে দিয়ে একতরফা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিকেরাও সেখানে পুলিশের হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছেন।

শুধু সুপ্রিম কোর্ট নয়, সবগুলো পেশাজীবী সংগঠনের নির্বাচন এখন একইভাবে হচ্ছে। পেশাজীবী নেতাদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির কারণেই কী পরিস্থিতি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? এখন এসব সংগঠনের গুরুত্বই বা কতটুকু? এসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরশেদ।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন হয়ে গেল। এটা কেমন হল?

মিডিয়ার রিপোর্টগুলো যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন নির্বাচন নিয়ে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কারণ নির্বাচনে তো দুইটা পক্ষ থাকে, এই দুই পক্ষের বিপরীত অবস্থানের কারণে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। একটা অংশ তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। নির্বাচনের কমিশন যখন করা হয়েছে, অর্থাৎ চিফ ইলেকশন কর্মকর্তাকে কেউ কেউ বলেন হুমকি দেওয়া হয়েছে। বা উনার পছন্দমতো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। তখন উনি পদত্যাগ করেছেন। এরপর দুই পক্ষ দুইটা নির্বাচন কমিশন করেছে। এরপর একপক্ষ নির্বাচন করেছে, আরেকপক্ষ নির্বাচন করেনি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এটাকে স্বচ্ছ নির্বাচন বলা যাবে না।

শীর্ষ আদালতের নির্বাচনের প্রভাব অন্য পেশাজীবীদের নির্বাচনে কতটা পড়ে?

শীর্ষ আদালতের নির্বাচনের প্রভাব অন্য প্রতিষ্ঠানে পড়ার দরকার নেই। অন্য প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের যে সিস্টেম সেটা শীর্ষ আদালতেই প্রভাব পড়েছে। পেশাজীবীদের নির্বাচন আগে বেশ জমজমাট হতো। এসব নির্বাচন নিয়ে আগে কোন প্রশ্ন উঠত না। এখন প্রশ্ন উঠছে কেন?

পেশাজীবীদের নির্বাচন যে জমজমাট হতো সেটা সুপ্রিম কোর্ট বাদে অন্য জায়গায় ১০ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। শুধু সুপ্রিম কোর্টটা ছিল জমজমাট, সেটাও এই বছরের আগ পর্যন্ত। এটাও ধ্বংস হলো। কারণ পেশাজীবীদের মধ্যে রাজনীতি ঢুকে গেছে। পেশাজীবীরা রাজনৈতিক ইস্যুকে এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

সরকার কী পেশাজীবীদের সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে?

বর্তমান সরকার, আগের সরকার এরা দুইজন মিলেই পেশাজীবীদের বিভক্ত করার কাজটা সুচারুভাবে করেছে। এটার ইফেক্ট এখন আমরা দেখছি। বর্তমানে পেশাজীবীদের মধ্যে ঐক্যও নাই, কিছুই নাই। এখন পেশাজীবীদের পেশার উন্নয়নে কাজ করার কোন সুযোগ নেই। পেশায় থেকে তারা দলীয় অবস্থান, সুযোগ সুবিধা, দলীয় কাজকর্ম নিয়েই নেতারা ব্যস্ত থাকছেন। কারণ ওইখানেই তারা লাভবান হচ্ছেন।

আগে পেশাজীবীদের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো, এখন সবখানে সরকার সমর্থকেরাই নির্বাচিত হচ্ছেন, এর কারণ কী?

আগে যারা নির্বাচন করতেন তারা পেশার লাভের জন্য কাজ করতেন। পেশাজীবীরাও ভোটে সেই সব নেতাকে নির্বাচিত করতেন। এখন মনে করা হয়, পেশাজীবী নিজেরা কিছু করতে পারবেন না, যদি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকে। অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেই পেশার জন্য কিছু করা সম্ভব। এই ধারণা ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণে অনেকেই পেশার মধ্যে থেকেও রাজনীতিতে ঢুকে যাচ্ছেন। তারা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পেশাজীবীদের নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছেন। এতে দু'টো জিনিস হচ্ছে, পেশাজীবীদের নেতৃত্ব উনি পাচ্ছেন। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা, উপরে উঠা সেই সুযোগও পাচ্ছেন। সেই কারণে সবাই এখন এদিকে ধাবিত হচ্ছেন।

পেশাজীবীদের নির্বাচন ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ কী তাহলে দলীয় লেজুড়বৃত্তি?

নব্বইয়ের দশকে এরশাদ কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন পেশাজীবীদের বিভক্ত করতে। তখন শামসুল হক চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের লিডার ছিলেন, তখন তাকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি তা গ্রহণ করেননি। এই ধরনের চরিত্র এখন আর নেই। এখন যদি কাউকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাহলে তিনি পেশাজীবীদের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পরদিনই শপথ নিতে যাবেন। এই বৈশিষ্ট্যের লোকই এখন বেশি। এটা বিভিন্ন কারণে হয়েছে। রাজনীতি যারা করেন বা যারা সরকার পরিচালনা করেন তারা যেটা চেয়েছেন সেটাই সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। পেশাজীবীদের বিভক্ত করলে সুবিধা আছে তো? পেশাজীবীরা যদি ঐক্যবদ্ধ হন, প্রতিবাদ করেন তাহলে সরকার আর সেখানে আগাতে পারে না। যারা রাজনীতি করেন তারা মনে করেন, পেশাজীবীরা একটা উটকো ঝামেলা। পেশাজীবীরা যদি মনে করেন এটা তারা করতে দেবেন না, তাহলে সরকার সেটা করতে পারে না। এই সমস্যা থেকেই তারা চিন্তা করেছেন পেশাজীবীদের বিভক্ত করে দেওয়ার, এবং সেটা তারা সফলভাবে করেছেন। এখন পেশাজীবীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আর কোন বাধা নেই। এখন আর পেশাজীবীরা বলেন না এটা করা যাবে না। ফলে সরকার এখন রিলাক্স মুডেই আছে।

এসব কারণে কী পেশাজীবী সংগঠন গুরুত্ব হারাচ্ছে?

অবশ্যই। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে সাংবাদিক, আইনজীবী সবাই মিলে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ করা হয়েছিল। সবাই মিলে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। যার কারণে রাজনীতিবিদেরাও সফল হয়েছিলেন সামরিক শাসন পরিবর্তন করতে। একটা উদাহরণ হিসেবে বলি, সুপ্রিম কোর্টে যদি কোন অবিচার হয়, সুপ্রিম কোর্ট যদি সঠিকভাবে কাজ না করে সেক্ষেত্রে পেশাজীবীরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করাতে পারতো তাহলে সেটা সম্ভব ছিল না। এখন দেখেন সুপ্রিম কোর্টে একটা রায় নিয়ে যখন বিভক্তির সৃষ্টি হয়, যখন বলা হয় এই রায় বাইরে থেকে লিখে দেওয়া হয়েছে। তখনও কিন্তু পেশাজীবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন না।

জাতীয় রাজনীতি বা নির্বাচনের প্রভাব কতটা পড়ছে পেশাজীবীদের নির্বাচনে?

সারাদেশে যেভাবে নির্বাচন হয় তার প্রভাব সুপ্রিম কোর্টেও পড়েছে। পড়বে না, তা নয়। সারাদেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সুপ্রিম কোর্টেও সেটা করতে চেয়েছে এবং সেটা হয়েছে।

কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এসব সংগঠনকে আরও বেশি কার্যকর করা সম্ভব?

রাজনৈতিক দলগুলোর বোধদয় হলে এটা কার্যকর করা যাবে। তারা যেন পেশাজীবীদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে। তাদের বোধোদয় হলেই কেবল তখন সেটি সম্ভব হবে।

গ্রাণের বন্ধু সেই সারস পাখিকে হারালেন মোহম্মদ আরিফ

গীতা পান্ডে

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঃ উত্তর প্রদেশের এক ব্যক্তি যিনি আহত একটি সারস পাখিকে সেবাশুশ্রূষা করে ভাল করে তুলেছিলেন কর্তৃপক্ষ এখন সেই সারস পাখিটি জব্দ করে নিয়েছে।

কৃষক মোহাম্মদ আরিফ পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার পর তাদের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, সে খবর সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়ে ওঠার পর কর্তৃপক্ষ বিরল প্রজাতির এই পাখিটিকে তাদের হেফাজতে নিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের কর্মকর্তারা সংরক্ষিত প্রজাতির সারসকে বন্য প্রাণীদের অভয়ারণ্যে স্থানান্তরিত করেছে।

এক বছর আগে আরিফ তার ক্ষেতে আহত পাখিটিকে খুঁজে পান।

তখন বিবিসিকে তিনি বলেছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন পাখিটি সুস্থ হয়ে উঠলে সে হয়ত বনে উড়ে চলে যাবে, কিন্তু সে যায়নি।

খবরে বলা হয় যে সারসটিকে অভয়ারণ্যে নিয়ে যাওয়ার একদিন পরেই পাখিটি সেখান থেকে উড়ে পালায়, যদিও অভয়ারণ্যের কর্মকর্তারা এ খবর অস্বীকার করেছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম খবর দেয়, সারস পাখিটিকে খুঁজে পায় কিছু গ্রামবাসী। তারা একটি সারস পাখিকে খাওয়াচ্ছে, ভাইরাল হওয়া এমন একটি ভিডিওতে এই দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কর্মকর্তারা এই খবর অস্বীকার করে বলেন, সারসটিকে যে সামাসপুর অভয়ারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার চৌহদ্দির মধ্যে সারসটি সর্বক্ষণ ছিল।

অভয়ারণ্যের কর্মকর্তা রূপেশ শ্রীবাস্তব বিবিসি হিন্দিকে জানান ঃ সারস পাখিটি কোন ঘরের মধ্যে আটক রাখা ছিল না। সে নিজেই বাইরে তার খাবার খুঁজে খাচ্ছিল। আমরাও তাকে গম, রুটি আর জল দিচ্ছিলাম।

উত্তর প্রদেশ রাজ্যে সারস পাখি আছে কম পক্ষে ১৭ হাজার। ওই রাজ্যের জাতীয় পাখি হল সারস। ভারতীয় আইনের অধীনে কোন ব্যক্তির সারস পাখি পোষা বা ঘরে রাখা বা এমনকি তাকে খেতে দেওয়াও বেআইনি।

কৃষক মোহাম্মদ আরিফ, যিনি গত বছর আহত সারসটিকে উদ্ধার করেছিলেন, বলছেন কর্মকর্তারা মঙ্গলবার তার বাসায় যায় এবং জানায় সারসটিকে তিনি আর নিজের কাছে রাখতে পারবেন না।

কর্মকর্তারা জানান সারসটি জব্দ করে নিয়ে যাবার জন্য বন্যপ্রাণী অধিদপ্তর তাদের আদেশ দিয়েছে, বলেন মোহাম্মদ আরিফ।

আমি বন্যপ্রাণী আইন বিষয়ে কিছু জানি না। আমি একজন কৃষক। কিন্তু আমি যদি পাখিটিকে খাঁচার ভেতর বন্দি করে রাখতাম, তাকে বেধে রাখতাম এবং তাকে কোথাও যেতে না দিতাম, তাহলে আমি বুঝতাম যে বন বিভাগ কেন তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চায়, তিনি বলেন।

কিন্তু আপনি দেখেছেন পাখিটি মুক্ত অবস্থায় থাকত, নিজের ইচ্ছায় উড়ে বেড়াত, যেখানে যেতে চাইত যেত। আপনি কি কখনও দেখেছেন যে আমি

সারসটির চলাফেরা বাধাগ্রস্ত করেছি, তাকে আটকে রেখেছি?

তিনি ভেবেছিলেন সারসটির ক্ষত সেরে গেলে, সে সুস্থ হয়ে উঠলে সে উড়ে চলে যাবে। কিন্তু পাখিটি যে যায়নি, শুধু তাই নয়, পাখিটি প্রায় কখনই তার কাছ ছাড়া হয়নি।

কোন কোন দিন সে উড়ে চলে যেত, কিন্তু সবসময় সূর্যাস্তের আগেই বাড়ি ফিরে আসত, তিনি বলেন।

মি. আরিফ বলেন, যে গাড়িতে করে সারসটিকে সামাসপুর অভয়ারণ্যে মঙ্গলবার নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি গোটা পথ সেই গাড়ির পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এরপর ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেয়। জানি না পাখিটাকে ওরা কী অবস্থায় রেখেছে। নিশ্চয়ই ওরা ওকে বন্দি করে রেখেছে, নাহলে পাখিটা আমার কাছে ফিরে আসত, তিনি বলেন।

আমি চাই পাখিটিকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। আমি জানি ও তাহলে আমার কাছেই ফিরে আসবে, তিনি আরও বলেন। এই পাখির কাহিনি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতণ্ডা।

রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের নেতা অখিলেশ ইয়াদব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অভিযোগ এনেছেন।

উত্তর প্রদেশ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা মি. ইয়াদব বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন তিনি মি. আরিফের বাড়িতে সারসটিকে দেখতে যাবার পরই সরকার পাখিটিকে জব্দ করেছে। তিনি পাখিটির সঙ্গে একটি ছবিও তুলেছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে রাজ্য সরকার কোন প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

কিন্তু পাখিটিকে জব্দ করার পেছনে বা মি. আরিফকে তার প্রাণের বন্ধুর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করার পেছনে কোন রাজনীতি থাকুক বা না থাকুক বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ সমীর কুমার সিনহা, যিনি ভারতের ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্টে সারস সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রধান, তিনি বলেছেন পাখিটিকে অভয়ারণ্যে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত সঠিক।

সংরক্ষণ আর আবেগ দুটো আলাদা বিষয়। একটি আহত বা মুমূর্ষ পাখিকে আপনি উদ্ধার করতে পারেন, সেবা দিতে পারেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনের ধারক ও বাহকদের হাতেই তাকে তুলে দিতে হবে।

মি. সিনহা বলছেন, সেটা না করা হলে অন্যরাও বন্য পশুপাখিকে পোষা প্রাণী হিসাবে রাখতে উৎসাহিত হবে।

বন্য প্রাণীদের আচরণ বন্যই হয়। পাখিটি যদি কাউকে আক্রমণ করে তখন কী হবে?

সারস পাখি উড়ন্ত পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী। তারা উচ্চতায় ছয় ফুট (১.৮ মিটার) পর্যন্ত হয়। উত্তর প্রদেশের জলাভূমি তাদের আদর্শ বাসস্থান ও সেখানে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশেই সর্বাধিক সংখ্যক সারস পাখির বাস।

মি. সিনহা বলছেন, একসময় ভারতে সারস পাখিদের আবাসভূমি ছিল দেশটির পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে পুরো গাঙ্গেয় সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সারস এখন দেখা যায় শুধু মাত্র রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ আর বিহারের সামান্য কিছু এলাকায়।

ভারতের ওয়ার্ল্ডলাইফ ট্রাস্ট (ডাব্লিউটিআই) উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারের সঙ্গে একত্রে কাজ করছে রাজ্যের জলাভূমি বাঁচানোর লক্ষ্যে।

তারা ক্ষেতখামারগুলো এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কাজ করছে যাতে সারস পাখির বাসা তারা নষ্ট করে না ফেলে। কারণ সারস পাখি প্রায়শই তাদের ক্ষেতের ভেতর ঢুকে ডিম পাড়ে। সারস প্রজাতিকে যদি আপনি সত্যিই বাঁচাতে চান, তাহলে সঠিক কাজ হবে জলাভূমিগুলো বাঁচানো। কারণ এসব জলাভূমিই সারস পাখির বাসস্থান। এগুলো বাঁচাতে পারলে প্রকৃতি তান নিজস্ব নিয়মে এই প্রজাতিকে রক্ষা করবে, বলেন সমীর কুমার সিনহা।

রোজার প্রথম কয়েকদিন স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ইসলামের পবিত্র রমজান মাস। অনেকেই এ মাসে চিন্তিত থাকেন যে এই মাসে কীভাবে শরীরের পুষ্টির সাথে প্রতিদিনের ব্যায়ামের ভারসাম্য রাখবেন। রোজার সময় সারাদিন না খেয়ে থেকে ব্যায়াম করতে চাইলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। শরীরচর্চা প্রশিক্ষক বেলাল হাফিজ ও পুষ্টিবিদ নাজিমা কুরেশি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। যুক্তরাজ্যে 'দ্য হেলদি মুসলিমস' হিসেবে পরিচিত এই দম্পতি রোজা রেখে ব্যায়াম করার বিষয়ে 'দ্য হেলদি রামাদন গাইড' নামে একটি বইও লিখেছেন।

রোজার উদ্দেশ্য হল প্রার্থনা, আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক উন্নতি সাধনের দিকে মনোযোগ দেয়া - এবং এই মাসের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা। আমরা যা খাই এবং যেভাবে ব্যায়াম করি, তা এই উদ্দেশ্য

চরিতার্থ করতে বড় ভূমিকা রাখে। কারণ আমাদের খাদ্য ও ব্যায়াম আমাদের মানসিক চাপের মাত্রা, জীবিকা ও জীবনযাপনের ভারসাম্য ও পরিবারে বড় ধরণের প্রভাব তৈরি করেন, বলেন হাফিজ।

আপনি যদি ৩০ দিন রোজা রেখে স্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি আপনার ফিটনেসও অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তাহলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন।

অনেক মানুষই অভিযোগ করেন যে রোজার প্রথম কয়েকদিন তারা মাথা ব্যাথায় ভোগেন। এটি সাধারণত জলশূণ্যতার কারণে হয়ে থাকে, বলছিলেন কোরেশি।

লক্ষ্য হল, স্বাভাবিক সময়ে আমরা যেই পরিমাণ জল পান করে থাকি, রোজার সময় একই পরিমাণ জল সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত পান করা। অর্থাৎ, ঐ সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ পরপর অল্প অল্প জল পান করা যেতে পারে।

এছাড়া, আপনি যদি ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পানীয় খেয়ে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলেও রোজার প্রথম কয়েকদিন আপনার মাথা ব্যাথা হতে পারে। কারণ ক্যাফেইনের অভ্যাস থাকা ব্যক্তিদের শরীরে ক্যাফেইনের ঘাটতি হলে মাথা ব্যাথা তৈরি হয়।

হাফিজের ভাষ্য অনুযায়ী, দিনে যেহেতু তিনবারের বদলে দুইবার খাবার গ্রহণ করবেন আপনি, আপনার ঐ দুইটি মিল যেন আপনাকে সারাদিনের চালিকাশক্তি দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে আপনার।

মানুষ অনেক সময় মনে করে, তারা যেহেতু দুর্বল অনুভব করছে তাই ভোররাতে সেহেরি না খেয়েই রোজা রাখবে। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়।

আপনার ভোররাতের খাবারে প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বিজাতীয় খাবারের পাশাপাশি কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাবার থাকা প্রয়োজন। সাথে যদি কিছু সবজি ও ফল থাকে তাহলে তা বোনাস।

পুষ্টিবিদ নাজিম কোরেশি অবশ্য স্বীকার করেন যে যাদের অভ্যাস নেই তাদের জন্য এত সকালে খাওয়া অনেক সময় বেশ কষ্টকর হতে পারে। তবে তিনি বলেন যে আপনার শরীর দ্রুত এই অভ্যাসের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

প্রথম কয়েকদিন যদি আপনার খুব ভোরে খেতে কষ্ট হয়, তাহলে শুরুতে কয়েক কামড় খাবেন। সাধারণত চতুর্থ বা পঞ্চম দিনের মধ্যে ব্যক্তির ঐ সময় খাবার গ্রহণের অভ্যাস হয়ে যায়।

যেহেতু রোজার সময় আমরা সারাদিন না খেয়ে থাকি, ইফতারের সময় আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে সারাদিনের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে অনেক খেতে হবে। বিশেষত বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সাথে খাওয়ার সময় এই প্রবণতা আমাদের মধ্যে বেশি কাজ করে।

হাফিজ বলেন, রোজা ভাঙা একটি আনন্দঘন মুহূর্ত, যখন মানুষ বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে খেতে বসে। কিন্তু ইফতারে আমরা অনেকেই যা খাই তা অতিরিক্ত ক্যালরিযুক্ত খাবার হয়ে যায়।

যেমন ধরুন সিঙ্গারা বা সমুচা। সাধারণত একটি সিঙ্গারা বা সমুচায় ২০০ থেকে ২৫০ ক্যালরি থাকে। আর ইফতারে আমরা সাধারণত একটি সিঙ্গারা বা সমুচা খাই না। এভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে যে বছরের অন্য সময়ের চেয়ে বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার আমরা ইফতারেই খেয়ে ফেলি। যদি সপ্তাহে একদিন কিছুটা বেশি খাওয়া হয়, তাহলে সমস্যা নেই। কিন্তু রমজান মাসে দেখা যায়, প্রতিদিনই আমরা অতিরিক্ত ইফতার খেয়ে ফেলি। তাই কার্যত সারাদিন না খেয়ে থাকলেও, দিন শেষে দেখা যায় আমরা অন্য সময়ের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলছি।

কোরেশির মতে, অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে আপনি অনুভব করবেন যে আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে দুর্বল অনুভব করছেন এবং পরেরদিনের রোজার জন্য উৎসাহী অনুভব করছেন না।

আমরা বলি, আপনি জল দিয়ে ইফতার শুরু করুন এবং এরপর খেজুর ও কিছু ফল খান। এরপর খাবার খওয়ার আগে প্রার্থনা শেষ করুন। খাওয়ার সময় আপনার ঐতিহ্যবাহী খাবারই খান, কিন্তু সেখানে যেন প্রোটিন কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট ও সবজি থাকে তা নিশ্চিত করুন। সেখানে সুপ, স্টু, মাছ বা মুরগির মাংসের আইটেম থাকতে পারে। আপনি যদি কোনো দাওয়াতে বা পরিবারের সদস্যদের সাথে খেতে বসেন, তাহলে সব আইটেম খাওয়ার একটা চাপ অনেক সময় থেকে থাকে।

তবে কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি নিজের খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

হাফিজ বলেন, আমরা সবাইকে বলি খাওয়ার সময় ধীরে খাওয়া শেষ করুন। সময় নিন, আশেপাশের মানুষের সাথে কথা বলুন। আপনি যদি কোনো দাওয়াতে গিয়ে তাকেন আর আপনার হোস্ট আপনার প্লেট খালি দেখে, তাহলে আপনাকে আবার খেতে বলতে পারে। সুতরাং খুব ধীরে নিজের খাবার শেষ করুন যেন আরো খাবার নিতে কেউ চাপ না দিতে পারে।

আর কোনো দাওয়াতে যদি আপনাকে একটি ডিশ নিয়ে যেতে হয়, তাহলে স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে যান। এই বিষয়ে ঠাট্টা করে হাফিজ বলছিলেন, আমরা ঐ দম্পতি যারা সালাদ নিয়ে যাই।

আমি জানি যে সবজি কখনোই জনপ্রিয় খাবার নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, টেবিলে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থাকবেই। তাই সবজি জাতীয় খাবার নিলেই বরং খাবারের মেনুতে ভিন্নতা আসবে।

অধিকাংশ মানুষই ইফতারের এক বা দুই ঘণ্টা আগে ব্যায়াম করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কারণ সেক্ষেত্রে ব্যায়াম শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা খাবার ও জল পেতে পারে, বলেন হাফিজ। তবে এই পদ্ধতি যদি আপনার সূচীর সাথে কাজ না করে, তাহলে আপনি আপনার নিজস্ব সূচী অনুযায়ী চলতে পারেন।

গত বছর আমি রোজা রেখে দুপুরের পরপর ব্যায়াম করতাম - আর সেসময় আমি লক্ষ্য করি যে দিনের বাকি সময় আমার শক্তির মাত্রা আকাশছোঁয়া ছিল। শুরুর পর প্রথম ব্যায়াম কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের শরীর খুব দ্রুত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

দিনের যেই সময়েই আপনি ব্যায়াম করেন না কেন, আপনার কার্যক্রমের সাথে মানিয়ে নেয়াটা জরুরি।

হাফিজ বলেন, রোজার সময় ব্যায়ামের তীব্রতা কমিয়ে ফেলুন। এই মাসে আপনার শরীরের শক্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, নাড়াচাড়া ও গতিশীলতা বাড়ানোর দিকে নজর দিন। শারীরিকভাবে আগের চেয়ে কার্যকর হওয়ার পেছনে মনোযোগ দিন।

একটি তীর ও ধনুকের কথা চিন্তা করুন। রমজান মাসে আপনি যেটা করছেন, তা হল ধনুকটি টেনে তীরকে পেছনে নিয়ে আসছেন। আপনি যখন ৩০ দিন ধরে শক্ত একটি ফাউন্ডেশন তৈরি করতে পারবেন, এরপর আপনি দেখবেন যে তীর, বা আপনার শরীর, কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

আপনার যখন নিয়মিত কোনো ব্যায়ামের রুটিন নেই এবং আপনি শুধু আপনার ফিটনেস বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, তখন এই কম তীব্রতার ব্যায়ামগুলো আপনার জন্য বেশি কার্যকর হতে পারে।

হাফিজের মতে, এই মাসে কঠিন ধরণের ব্যায়ামের রুটিন শুরু না করে হাঁটা বা হালকা দৌড়ানোর মত ব্যায়াম করা বেশি কার্যকর।

হাফিজ মনে করেন রমজান মাসে রোজা রেখে ব্যায়াম করতে গিয়ে যদি শারীরিকভাবে সমস্যা হয়, তাহলে রোজা বা না খেয়ে থাকার উদ্দেশ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিৎ।

শুধু না খেয়ে থাকার জন্য না খেয়ে থাকার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে এই মাস। এই মাসের এক ধরণের আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ও রয়েছে।

এর জন্য কিছুটা কঠোরতা প্রয়োজন - যা আমাদের শক্তিশালী করতে ও আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। যখন আপনি রোজা রেখে ব্যায়াম করতে গিয়ে দুর্বলতা অনুভব করবেন, তখন নিজেকে বোঝান যে এটা স্বাভাবিক, এটি স্রেফ ৩০ দিনের জন্য। এই ধরণের ভাবনা আমার ক্ষেত্রে আরো বেশি সহনশীলতা তৈরি করে।

রোজার বাজারে দামের ভারে চাহিদার চেয়ে কম পণ্য কিনছেন ক্রেতারা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ রমজানের শেষ মুহূর্তের কেনাবেচা সারতে অন্যান্য বছর যেখানে ঢাকার কাঁচাবাজারগুলোয় ক্রেতাদের ভিড় জমে থাকতো সেখানে মহাখালী ও বনানী কাঁচাবাজারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্রেতাদের তেমন আনাগোনা দেখা যায়নি। যারাও বা আসছেন তারাও পরিপূর্ণ বাজার করতে পারছেন না। ঢাকার ওই দুটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, রমজানের প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামে। আগুন জ্বলছে মাংসের বাজারেও। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবির হিসেবে গত বছরের রমজানের চেয়ে এবারের রমজানে প্রতিটি পণ্যের দাম ১০ থেকে ৫১ শতাংশ বেশি রাখা হচ্ছে। রমজানে ছোলার চাহিদা থাকায় কেজিতে দাম বেড়ে ৮৫ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মসুরের ডাল ৯৫ থেকে ১৩৫ টাকা, বিভিন্ন ধরণের বেগুন ৮০ থেকে ১২০ টাকায়, শসার কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা, লেবুর হালি ৮০ থেকে ১০০ টাকা, টমেটো কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকা, বেসনের কেজি বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১২০ টাকা, সয়াবিন তেল কেজি ১৯০ থেকে ২০০ টাকা, চিনি বিক্রি হচ্ছে ১১২-১২০ টাকা কেজি দরে।

টিকটক সিইও বনাম মার্কিন কংগ্রেস ঃ মুখোমুখি হবার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্ত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ টিকটকের প্রধান নির্বাহী শো জি চিউ বৃহস্পতিবার মার্কিন কংগ্রেসের মুখোমুখি হন। সেখানে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা ধরে আইনসভার সদস্যদের একের পর এক প্রশ্নবানে জর্জরিত হন টিকটক সিইও।

এক কংগ্রেসম্যানের মতে এর চেয়ে দ্রুততম সময়ে কারো কারো ম্যারাথন দৌড়ও শেষ হয়ে যায়।

মি. চিউকে যেভাবে বারবার তথ্যপ্রমাণ হাজির করতে হয়েছে, তাতে সেটা তার ভালোভাবেই অনুধাবন করার কথা।

মার্কিন সেনেটাররা এখন এমন একটি বিল এনেছেন, যেটি পাস হলে মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে টিকটকসহ যেকোন বিদেশি প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ, এমনকি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা চলে যাবে।

এর আগেও কংগ্রেসের সামনে বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানির প্রধান নির্বাহীদের হাজির হতে হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেই বেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

তবে টিকটকের ক্ষেত্রে শুনানিতে যেভাবে একের পর এক আক্রমণাত্মক সব প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে সেটা আলাদা করে নজর কেড়েছে। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান কেউই এক্ষেত্রে ছাড় দেয়নি টিকটককে।

অ্যাপটির এক মুখপাত্র শুনানি শেষে বলেন রাজনীতিবিদরা আসলে লোক দেখানোর জন্য এমনটি করেছে।

শুনানিতে সাড়ে ৪ ঘন্টার একঘেয়ে প্রশ্নত্তর পর্ব থেকে আমরা অবশ্য দু'একটি নতুন জিনিসও জানতে পেরেছি।

শুনানির এক পর্যায়ে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট দলের এক নারী সদস্য ন্যানেট ব্যারাগান চিউকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তার সন্তান টিকটক ব্যবহার করে কিনা।

চিউয়ের উত্তর না, তারা করে না কারণ তারা সিঙ্গাপুরে থাকে। আর ওই দেশে ১৩ বছরের নিচে শিশুদের উপযোগি টিকটক ভার্শন নেই।

এরপর তিনি পরিষ্কার করেন যে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অ্যাপের এই ভার্শনটি আছে এবং তার সন্তানেরা যদি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতো তাহলে তিনি সেটা তাদের ব্যবহার করতে দিতেন।

শুনানিতে মি. চিউ বারবার 'প্রজেক্ট টেক্সাস'-এর কথা উল্লেখ করেন। যার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রেই জমা রাখা হয়। আর এই প্রজেক্টের দেখাশোনার দায়িত্বে অ্যামেরিকান কোম্পানি ওরাকল।

কিন্তু এই প্রজেক্ট টেক্সাস এখনো পুরোপুরিভাবে কাজ করছে না। তাই এখন পর্যন্ত চীনের বাইটড্যান্স প্রকৌশলীদের কাছে তথ্যে প্রবেশাধিকার আছে বলে নিশ্চিত করেন মি. চিউ।

আমরা বৈশ্বিক আন্তঃকার্যক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, চীনের প্রকৌশলীদের তাই তথ্যে প্রবেশাধিকার রয়েছে।' বলেন তিনি।

এই স্বীকারোক্তির বিষয়টা নিয়েই বারবার প্রশ্ন তুলতে থাকতে রাজনীতিবিদরা। তাদের যুক্তি হল যদি চীনের প্রকৌশলীরা তথ্য পেয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে চীনের সরকারের তথ্য না পাবার কারণ নেই। বাইটড্যান্স হল টিকটক অ্যাপটির নির্মাতা একটি চাইনিজ প্রযুক্তি কোম্পানি।

শুনানিতে মি. চিউয়ের নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনে যে জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা প্রকাশ পায়, সেটা সম্ভবত বাইটড্যান্সের সাথে টিকটকের দূরত্ব প্রমাণে।

যে কোন ভাবেই বলা হোক না কেন চাইনিজ কোম্পানিটিই টিকটকের মালিক। মি. চিউ নিজেও একসময় বাইটড্যান্সের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

যখন শুরুতে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন মি. চিউ বলতে চাননি যে তিনি বাইটড্যান্সের মালিকানার অংশীদার ছিলেন কিনা।

কিন্তু আইনপ্রনেতাদের চাপে একসময় তিনি বলেন যে হ্যাঁ তিনি ছিলেন। কিন্তু একইসাথে এই যোগাযোগকে তিনি ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

মি. চিউ সাধারণত কংগ্রেসের দিকে কোন পাল্টা আক্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

কিন্তু কিছু দুর্লভ মূহুর্তে তিনি সেটা ভালোভাবেই করতে সফল হন। ব্যবহারকারীর তথ্য নিয়ে টিকটক কী করে এমন প্রশ্নের মুখে একপর্যায়ে তিনি বলেন, সবার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি অ্যামেরিকান কোম্পানিগুলোরও কিন্তু ডেটা সংরক্ষণের খুব ভালো রেকর্ড নেই....শুধুমাত্র ফেসবুক আর কেমব্রিজ অ্যানালিটিকার দিকেই দেখুন। তার এই মন্তব্যের পেছনে অবশ্য যুক্তি আছে।

ফেসবুকে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য একটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক পরামর্শক কোম্পানি কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা ও আরেকটি থার্ড পার্টি অ্যাপ নিয়ে নেয়ার বিষয়টি ২০১৮ সালে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল।

শুরু থেকেই টিকটকের বিরুদ্ধে দু'দল এক হয়ে সমালোচনা করতে থাকে, একইসাথে যে রকম সন্দেহ আর অবিশ্বাস দেখা যায় সব পক্ষ থেকে সেটা ছিল খুবই মারাত্মক।

কংগ্রেস ইতিহাসের সবচেয়ে দ্বিদলীয় কমিটিতে স্বাগত, বলেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান বাডি কার্টার।

মি. চিউ, আপনাকে ধন্যবাদ, রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের এক কাতারে নিয়ে আসার জন্য, বলেন আরেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ড্যান ক্রেনশ।

এটা দেখাটা সত্যিই বিশেষ কিছু ছিল যে সমস্ত রাজনীতিবিদরা যারা প্রায় কোনকিছুতেই এক হন না, সেই তারাই টিকটক যে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিশেষে একমত।

শুনানি শেষে টিকটক অভিযোগ করে যে তাদের অ্যাপ তথ্য সুরক্ষায় কী পদক্ষেপ নিয়েছে সে ব্যাপারে খুবই কম নজর দেয়া হয়েছে।

একইসাথে আজ কমিটির সদস্যরা কেউই কিন্তু বলেননি টিকটকে যে ৫০ লাখ ব্যবসা আছে তাদের কী হবে অথবা যে ১৫ কোটি অ্যামেরিকান যারা টিকটক পছন্দ করে সেরকম একটা প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা) কিভাবে প্রয়োগ করা হবে।

টিকটক ওয়াশিংটনে লবিংয়ের পেছনে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তাদের আরো প্রচুর ডলার এ ব্যাপারে খরচ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে কানাডায় প্রথম সফরে যাচ্ছেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম অটোয়া সফরে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তার আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ, জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য, অভিবাসন, ইউক্রেনের সংঘাত এবং হাইতির অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার বাইডেনের কানাডার রাজধানীতে এক রাতের সফরে রওনা হওয়ার কথা।যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন এবং শুক্রবার তিনি কানাডার পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগ বিষয়ক সমন্বয়ক জন কারবি বলেন, সেখানে বাইডেন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি খাতে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়া এবং সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিয়ে আলোচনা করবেন। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ইস্যুগুলোর গুরুত্ব ওয়াশিংটন ও অটোয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরে - এই দুটি দেশের রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অরক্ষিত স্থল সীমান্ত। তাদের সম্পর্কও ভারসাম্যহীন উড্রো উইলসন সেন্টারের পাবলিক পলিসি ফেলো এবং আফগানিস্তান, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত আর্ল অ্যান্থনি ওয়েন বলেন, এটা এমন এক সম্পর্ক যাকে প্রায়শই যথার্থমনোযোগ এবং সম্মান দেয়া হয় না। বাইডেনের প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদের অর্ধেকেরও বেশি সময় পার হওয়ার পর তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অটোয়া সফর করছেন। জাতিসংঘে নিযুক্ত কানাডার সাবেক রাষ্ট্রদূত লুইস ব্লাইস বলেন, 'কানাডায় এটি প্রথম পৃষ্ঠার খবর এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই আশা করা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ত্র ট বাইডেন কানাডায় আসছেন। রাষ্ট্রদূত গর্ডন গিফিন যিনি কানাডায় নিযুক্ত আমেরিকার সাবেক রাষ্ট্রদূত, তিনি এই সংক্ষিপ্ত সফরের আলোচ্যসূচী নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন,আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সফরে এখন পর্যন্ত যে বিষয়গুলো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে অবশ্যই তার সফর তিন সপ্তাহ হওয়া উচিত দুই দিনের নয়।

ম্যাক্রোঁর পেনশন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে দেশজুড়ে বিক্ষোভ

প্যারিস ঃ পেনশনের বয়স বৃদ্ধির কারণে ক্ষুব্ধ ফরাসি কর্মীরা বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভের অংশ হিসেবে প্যারিসের রয়সি চার্লস দ্য গল বিমানবন্দরে একটি টার্মিনালের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করে, কিছু যাত্রীকে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে বাধ্য করে। এই আইন প্রত্যাহার করার জন্য ইউনিয়নগুলো সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়, কিছু স্কুল বন্ধ ছিল এবং রাস্তায় আবর্জনা স্তূপীকৃত ছিল ও অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন কেটে দেয়া হয়। এই আইনের অধীনে অবসর গ্রহণের বয়স দুই বছর বেড়ে ৬৪ বছর হবে। বুধবার প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, সারা দেশে ক্ষোভ বাড়তে থাকা সত্ত্বেও আইনটি বছরের শেষ নাগাদ কার্যকর হবে। ম্যাক্রোঁর সরকার গত সপ্তাহে ভোট ছাড়াই প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেছিল। নীতি পরিবর্তনের প্রতিবাদে জানুয়ারি থেকে ইউনিয়নগুলো দ্বারা আয়োজিত সমাবেশে বিশাল জনসমাগম হয়েছে। এই নীতির অধীনে অবসরে যাওয়ার বয়স বৃদ্ধি করা হবে যার কারণে পুর্ণ পেনশন পাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে পূর্বের চেয়ে আরও কয়েক বছর বেশি কাজ করতে হবে। বেশিরভাগ বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু গত সপ্তাহে সরকার ভোট ছাড়াই বিলটি সংসদে উত্থাপন করার পর থেকে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন মধ্যপন্থী সিএফডিটির প্রধান লরেন্ট বার্গার বিএফএম টিভিকে বলেছেন, সরকারকে অবশ্যই পেনশন আইন প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি বলেন, ম্যাক্রোঁর মন্তব্য ক্ষোভ বৃদ্ধি করেছে। শ্রমমন্ত্রী অলিভিয়ার ডুসপ্ট বলেছেন, সরকার উত্তেজনার বিষয়টি অস্বীকার করছে না তবে তারা সামনে এগোতে চায়। তিনি বলেন, পদক্ষেপগুলো ধীরে ধীরে কার্যকর করা হবে।

পায়রা বন্দরে এপ্রিল থেকে বড় জাহাজ ভিড়বে

পটুয়াখালীঃ বাংলাদেশের তৃতীয় সামুদ্রিক বন্দর পায়রা বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ আগামী ২৬ মার্চ সম্পন্ন হবে এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বন্দরে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জাহাজ ভিড়বে। ১০ দশমিক ৫ মিটার ড্রাফটের এবং ২২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের জাহাজসহ ওই সপ্তাহের মধ্যে ৭টি জাহাজ বন্দরে আসার কথা রয়েছে। বন্দরের ইনার ও আউটারবারে মার্কিং, বয়া বাতি বসানো হয়েছে। ইনারবারে ১৫টি জাহাজ রাখা যাবে। সেখানে লোডিং আনলোডিং কার্যক্রম চলবে। এ ছাড়া ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাটি দিয়ে এক হাজার একর জমি ভরাট করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনাল উদ্বোধন করা হবে। পায়রা বন্দরের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের ৪২ হাজার পরিবারকে ২৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ২২ মার্চ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভূক্ত জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েলসহ সংস্থা প্রধানরা সরাসরি ও অনলাইনে বৈঠকে যোগ দেন। উল্লেখ্য, পায়রা বন্দর বাংলাদেশের দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিয়াখালী ইউনিয়নের ইটবাড়িয়া গ্রামে এর ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন। ২০১৬ সালের ১৩ অগাস্ট সমুদ্র বন্দরটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।